পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 253 Thursday, 13 August, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৫৩ সংখ্যা ❋ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১৩ আগস্ট ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নেতাজির নামে ‘সেবাকেন্দ্র’ তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে অনন্ত মহারাজের সাম্প্রতিক আপত্তিকর ও বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। তবে এই রাজনৈতিক শোরগোলের আবহেই রাজ্য বিধানসভায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু সাধারণ ঘোষণা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, বরং বিধায়কদের কার্যত এক বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘প্রত্যেক বিধায়ককে তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রে নেতাজির নামাঙ্কিত একটি করে বিশেষ ‘সেবাকেন্দ্র’ চালু করুন।’’ সাধারণ মানুষের সহায়তায় এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে এই সেবাকেন্দ্রগুলি চালুর কথা বলা হয়েছে। কোচবিহারের স্বঘোষিত মহারাজ এবং গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ অনন্ত মহারাজ সম্প্রতি দাবি করেন - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নাকি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিন্দুমাত্র ভূমিকা ছিল না! তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে সেই সময় যদি শাসনভার কোচবিহারের মহারাজাকে দেওয়া হত, তবে নাকি ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হওয়ার মতো ঐতিহাসিক বিপর্যয়ই ঘটত না! তাঁর এই একতরফা ও বিতর্কিত বক্তব্য সামনে আসতেই রাজ্যজুড়ে ব্যাপক শোরগোল এবং রাজনৈতিক তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও অনন্ত মহারাজের এমন বিস্ফোরক ও ইতিহাসবিরোধী মন্তব্যের জেরে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে। দলের অন্দরে ও বাইরে এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। ঠিক এই উত্তপ্ত আবহেই বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন পরিস্থিতি সামাল দিতে ও নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

জানাতে বড়সড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বিধায়কের দায়িত্ব পরিষ্কার করে দেন। তাঁর আবেদন, প্রতি বিধায়ক পিছু নিজ নিজ কেন্দ্রে অবিলম্বে একটি করে জনসেবামূলক সেবাকেন্দ্র গড়ে তুলুন। তবে এই কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কঠোর নিয়ম ও নির্দিষ্ট শর্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, যে সকল বিধায়করা নিজ উদ্যোগে এই সেবা কেন্দ্র চালু করবেন, সেই সেবাকেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক নাম হতে হবে ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্র’। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি সেবাকেন্দ্রে নেতাজির ঐতিহ্যবাহী ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিহিত এক বিশেষ ছবি সুনির্দিষ্ট স্থানে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই দুটি শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করতে পারলে সরকারি নিয়ম মেনে বিধায়কদের প্রতি মাসে এই ধরনের সেবা কেন্দ্র সফলভাবে চালানোর জন্য ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে। গত কয়েক দিন ধরেই অনন্ত মহারাজ লাগাতারভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির ঐতিহাসিক অবদান এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক সক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছিলেন। এই অভিযোগ তুলে সরব হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা রাস্তায় নেমেছেন। এমনকি মঙ্গলবার শ্যামবাজারের ঐতিহাসিক পাঁচ মাথার মোড়ে উপস্থিত হয়ে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করে এই মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই প্রতিবাদী পদক্ষেপে বিতর্ক আরও নতুন মাত্রা পায়। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিজেপির অন্দরেও অনন্ত মহারাজের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানানো হয়নি। অনন্তর এই জাতীয় মন্তব্যকে কোনও ভাবেই সমর্থন করেননি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ বিজেপি নেতা তথাগত রায়। সার্বিকভাবে নেতাজিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই রাজনৈতিক বিতর্ক এখন রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করছে, যার জল কতদূর গড়ায় সেদিকেই নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল।

মমতার আমলের সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে যত ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, সব বাতিল করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের সব ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি সার্টিফিকেট বাতিল করা হল বুধবার। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ জানিয়েছে, এখন আর ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি বলে কিছু নেই। ফলে ওই ধরনের জারি করা সমস্ত সার্টিফিকেট বাতিল করা হল। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটাগরি তুলে দিয়েছে। তারা ওবিসি-তে একটিই ক্যাটাগরি রেখেছে। এমতাবস্থায় মমতা সরকারের আমলে তৈরি হওয়া নিয়মে জারি হওয়া ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১০ সালে রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ও বিসি-এ এবং ওবিসি-বি। তৃণমূল আমলে নতুন ৬৬টি সম্প্রদায়কে ওবিসি-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২৪ সালে কলকাতা

● এরপর ৬ পাতায়...

সংসদীয় কমিটিও দোষী সাব্যস্ত করল প্রাক্তন বিচারপতি ভর্মাকে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১২ আগস্টঃ দোষী সাব্যস্ত হলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি যশবন্ত ভর্মা। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ টাকা। সেই টাকা কোথা থেকে এসেছিল, তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হলেন তিনি। এরপরই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার নেতৃত্বে গঠিত প্যানেলের তরফে প্রাক্তন বিচারপতিকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। আজ, বুধবার কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয় সংসদে। রিপোর্টে দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিকে টাকা উদ্ধারের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ১৪ মার্চের রাতে দিল্লি হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি যশবন্ত ভর্মার বাসভবনে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের সময় বাড়িতে ছিলেন না বিচারপতি ও তাঁর পরিবার। দমকল আগুন নেভাতে গেলে, একটি গুদাম ঘর থেকে বান্ডিল বান্ডিল টাকা উদ্ধার হয়, যার অধিকাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। বিচারপতি ওই টাকার উৎস জানাতে পারেননি। এরপরই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। আজ কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, ৩০, তুঘলক ক্রেসেন্ট নয়া দিল্লির বাসভবনের স্টোররুমে বিপুল পরিমাণ ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার হয়েছিল। বিচারপতি এই টাকার উৎস ও মালিকানার যথাযথ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্যানেল টাকা উদ্ধারের পর যে তদন্ত হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তথ্য প্রমাণ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। আইন অনুযায়ী গুদাম ঘর সিল করা ও তদন্তের আগে প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছিল। নোট কীভাবে উধাও যাওয়ারও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে কমিটির রিপোর্টে এও উল্লেখ করা হয়েছে বিচারপতি নিজেই ওই টাকা সরিয়েছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাড়িতে এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে এল, তার যে ব্যাখ্যা প্রাক্তন বিচারপতি ভর্মা দিয়েছিলেন, তা সন্তোষজনক নয় বলেই জানিয়েছে প্যানেল। তাঁর বয়ানে স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা ছিল না। এর আগে আদালতের তরফে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বে ইন-হাউস কমিটি তদন্ত করেছিল, সেই কমিটিও বলেছিল, যে নির্দিষ্ট স্টোররুমে নগদ টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটির উপর বিচারপতি ভর্মার সক্রিয় বা নীরব নিয়ন্ত্রণ ছিল। টাকা উদ্ধারের পর দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি হন। সংসদের তরফে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এরপরে বিচারপতি ভর্মা নিজেই ইস্তফা দেন।

বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য!

কড়া পদক্ষেপ হাইকোর্টের, অবমাননা নিয়ে বড় বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ বিচারপতির বিরুদ্ধে আপত্তিকর ও অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগে এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি অবমাননার মামলায় কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, কোনও বিচারপতির রায়ের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তকে ভুল বলে আক্রমণ করা আইনজীবীর কাজ নয়। রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানোই আইনি পথ, আর সেটাই আসল ‘অ্যাডভোকেসি’। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আইনজীবী নিজের একটি মামলায় কাঙ্ক্ষিত অন্তর্বর্তী নির্দেশ না পেয়ে এজলাস ছাড়ার সময় বিচারপতিকে উদ্দেশ করে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অশালীন ভাষা বা ‘স্ল্যাং’ ব্যবহার করেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ওই মন্তব্য যে নির্দিষ্ট বিচারপতিকে উদ্দেশ করেই করা হয়েছিল, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, এই আক্রমণ হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতির বিরুদ্ধেও করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এদিন শুনানিতে হাইকোর্ট বেশ কিছু কঠোর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে। আদালত মনে করিয়ে দেয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনও সাধারণ মানুষ নন, তিনি একজন আইনজীবী। আদালতের আবেদন খারিজ হওয়ার পর এমন ভাষা ব্যবহার কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আদালত জানায়, এই বিষয়ে নীরব থাকলে সারা দেশে এমন ভুল বার্তা যেতে পারে যে হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে কটূক্তি করলেও আদালত কোনও পদক্ষেপ করে না। চরম চাপের

● এরপর ৬ পাতায়...

বিধানসভায় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানালেন

রাস্তা, পানীয় জল আর নিকাশির জন্য ‘মাস্টারপ্ল্যান’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বহুল চর্চিত হাওড়া পুরসভার সংশোধনী বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূর্বতন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। হাওড়ার দীর্ঘদিনের নাগরিক বিপর্যয় ও অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে মন্ত্রী জানান, পূর্ববর্তী সরকারের দূরদর্শিতার অভাবেই আজ হাওড়াবাসীকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। বিধানসভায় বিল পাসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কলকাতা ও হাওড়া - উভয় শহরের ওয়ার্ড সীমানা ও সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন করার মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে দ্রুত সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। নিজ বক্তব্যে অগ্নিমিত্রা তৃণমূলের উদ্দেশে প্রশ্ন তুলে বলেন, হাওড়ায় সামান্য বৃষ্টি হলেই ২-৩ দিন জল জমে থাকে। ছোট ছোট বাড়ি ভেঙে কোনও নিয়ম না মেনে গাদা গাদা বেআইনি বহুতল তৈরি করা হয়েছে। আপনারা তখন ড্রেন কিংবা পানীয় জলের পাইপের কাজ কেন করেননি? বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ ছুড়ে মন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা হাওড়া পুরসভার ভোট করবে হবে,

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আরজি কর কাণ্ডের মতো ঘটনা রুখতে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক জাগরণ’

আদ্যাপীঠে পুজো দিয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ বুধবার আদ্যাপীঠ মন্দির পরিদর্শনে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মন্দিরে পৌঁছলে তাঁকে প্রসাদী মালা পরিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান আদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। সেখানে তিনি বিশ্বশান্তি কামনায় বিশেষ পুজো ও আরতি করেন এবং মন্দির প্রাঙ্গণের গোশালা ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী আদ্যাপীঠ পরিচালিত অনাথ আশ্রম এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি, তিনি ভক্তদের সুবিধার্থে একটি নতুন অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং আদ্যাপীঠের নবনির্মিত মূল ফটক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, কলকাতা কেবল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নয়, এটি একটি বড় আধ্যাত্মিক রাজধানীও বটে। তাঁর সরকার রাজ্যে আধ্যাত্মিক জাগরণ সুনিশ্চিত করতে সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পাশে থাকবে। আরজি করের মতো মর্মান্তিক ও নিন্দনীয় ঘটনা প্রতিরোধে সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি সনাতন প্রতিষ্ঠানের মূলেই রয়েছে নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা। সাধারণ মানুষের কাছে গেরুয়া রঙের প্রকৃত গুরুত্ব, ত্যাগের মাহাত্ম্য এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি আরজি করের নির্যাতিতাকে স্মরণ করে তিনি জানান, নিহত চিকিৎসকের মায়ের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ১৯৫২ সালের ‘স্পেশাল কমিশন অ্যাক্ট’ বা বিশেষ কমিশন আইনের আওতায় সমগ্র কাণ্ডের পুনর্তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি, নির্যাতিতার শবদাহ প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম ও আইনি গাফিলতির অভিযোগে রাজ্য পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় পৃথক মামলা রুজু করে জড়িতদের অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর অভিযোগ, ঘোলা থানার অন্তর্গত নাটাগড় কদমতলা শ্মশানে নির্যাতিতার দাহকার্য প্রক্রিয়ায় বেআইনি কাজ করা হয়েছিল। তিনি জানান, দাহকার্যের সিরিয়াল ৩ নম্বরে থাকলেও রাতারাতি তা বদলে ১ নম্বর করে তড়িঘড়ি সকার করা হয়। শ্মশানের নির্ধারিত খরচ পরিবারের লোক দেয়নি, এমনকি মৃতার পরিবারের কোনও ক্লোজ রিলেটিভ বা নিকটাত্মীয়ের বাধ্যতামূলক স্বাক্ষরও নেওয়া হয়নি।

বিধানসভায় পেশ হল সংশোধনী বিল, হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়াল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ আগস্টঃ গত ৭ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় গৃহীত হাওড়া পুরনিগম সংক্রান্ত সংশোধনী বিলটি আনুষ্ঠানিকভাবে ফিরিয়ে নিল রাজ্য সরকার। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে তৎকালীন বিলে হাওড়া পুরসভার আসন বা ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৬ করার কথা বলা হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকার এলাকার নাগরিক পরিষেবা আরও সুনিশ্চিত করতে ওয়ার্ড সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। সেই কারণেই কৌশলগত ও প্রথাগত পথ অবলম্বন করে আগের বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। এদিন বিধানসভার অধিবেশনে নতুন বিল পাশের পর রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট জানান, সাধারণ মানুষকে যথাযথ নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই হাওড়া ও কলকাতা - উভয় কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, কলকাতা ও হাওড়া- দুই পুরনিগমেই ওয়ার্ড বাড়ানোর মূল উদ্দেশ্য হল এতদিন সাধারণ মানুষ যে প্রাথমিক পরিষেবা পাননি, তা পৌঁছে দেওয়া। গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে দুটি শহরের যে নিকাশি বিপর্যয় এবং জল জমার সাংঘাতিক চিত্র সামনে এসেছে, তা প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তী সরকার এ বিষয়ে কাজ করেনি। পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার এবং বাসস্থান প্রকল্পের সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই নতুনভাবে ওয়ার্ডের সীমানা ও সংখ্যা নির্ধারণ করা হচ্ছে

● এরপর ৬ পাতায়...

জঙ্গি সন্দেহে বনগাঁয় গ্রেফতার পাক নাগরিক, রেল ও সেনার তথ্য দিত আইএসআই-কে!

নিজসস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ, ১২ আগস্টঃ জঙ্গি সন্দেহে বুধবার বনগাঁ থেকে গ্রেফতার রানা রাউত নামে এক ব্যক্তি। ওয়াহাব আলম নামে জাল নথি বানিয়ে সে ভারতে বসবাস করছিল। তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআইয়ের যোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এবং সেই সন্দেহেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বনগাঁয় তল্লাশি চালিয়ে তাকে ধরে বেঙ্গল এসটিএফ। আদতে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের বাসিন্দা রানা ২০১২ সালে ভারতে এসেছিল বলে জানা যাচ্ছে। নেপাল হয়ে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। তদন্তকারীদের অনুমান, নেপালে বেশ কিছুদিন ছিল সে পরে ভারতে ঢুকে বাংলায় থাকা শুরু করে। তদন্তে জানা গেছে, এই ব্যক্তি ভারতীয় রেল ও সেনার বিভিন্ন গতিবিধির উপর নজর রাখছিল। তাকে ভারতের নথি বানিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল কলকাতার তপসিয়ার এক ব্যক্তি। তাকেও ধরেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই দু’জনের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা তা জানা যাবে শীঘ্রই। সম্প্রতি জঙ্গি সন্দেহে এক ব্যক্তিকে ধরার পরই বাংলাদেশে পালানোর ছক কষছিল এই রানা। তা গোপন সূত্রে জানতে পারে এসটিএফ। তারপর বুধবার ভোরে তল্লাশি চালিয়ে বনগাঁ থেকে ধরা হয়। এদিকে, কেন বাংলাদেশে পালানোর ছক কষেছিল রানা, কেউ সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জালে ৩১ জুলাই ধরা পড়ে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ-এর এক সদস্য।

● এরপর ৬ পাতায়...

মুম্বইয়ের ঘাটকোপারে ভয়াবহ ধস! ঘুমন্ত অবস্থায় মাটি চাপা পড়ে মৃত ৭

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১২ আগস্টঃ বুধবার ভোরে ঘাটকোপার-কুর্লা রোডের অশোক নগর এলাকায় আচমকা ধস। ঘুমন্ত অবস্থায় ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ল একাধিক ঘর। বুধবার ভোর ৩টে ৪৮ মিনিটের ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা। তাঁদের উদ্ধারে একসঙ্গে কাজ শুরু করে দমকল, পুলিশ, পুরসভা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে চিরাগ নগরের গৌসিয়া চাওল এলাকায়, রাঠোর মেডিক্যালের কাছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মুম্বই পুলিশ ও বৃহন্মুম্বই পুরসভা। পরে উদ্ধারকাজে নামে

এনডিআরএফ-এর দলও। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ভিতরে কেউ জীবিত অবস্থায় আটকে রয়েছেন কি না, তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। ধসের পর পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, তা নিয়ে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশের তরফে চার-পাঁচ জনের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হয়েছিল। পুরসভার হিসাবে সেই সংখ্যা বেড়ে ছয় থেকে আট হতে পারে। উদ্ধারকাজ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়া দু’জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে ১৮ বছরের সোহেল আনসারি এবং ১৪ বছরের মহম্মদ আনসারি রয়েছেন। দু’জনের পায়ে সামান্য চোট

● এরপর ৬ পাতায়...

তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তির খোঁজে ‘গুপ্তচর’! তথ্য জেনে কোটি টাকার তোলা চাইছেন বিজেপির একাংশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১২ আগস্টঃ কার কত সম্পত্তি? কোথায় রয়েছে জমি, বাড়ি কিংবা ব্যবসা? গত ১৫ বছরে তৃণমূলের কোন নেতা কত টাকার মালিক হয়েছেন, সেই অর্থের উৎসই বা কী-এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহে রীতিমতো ব্যক্তিগত ‘গুপ্তচর’ নিয়োগ করেছেন বিজেপির একাংশ, এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বর্ধমানে। অভিযোগ, দুর্নীতির তথ্য প্রকাশ বা প্রশাসনের কাছে জানানোর জন্য নয়, তথ্য জেনে ওই ব্যক্তিদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করাই এর উদ্দেশ্য। স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রথমে তৃণমূলের নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কার কোথায় জমি-বাড়ি রয়েছে, কী ধরনের ব্যবসা রয়েছে এবং আর্থিক সামর্থ্য কতটা-সব তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে কয়েকজন বিজেপি নেতার কাছে। তার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ফোন করে তাঁর সম্পত্তির খুঁটিনাটি জানিয়ে কার্যত ভয় দেখানো হচ্ছে। শেষে দাবি করা হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। অভিযোগ, যাঁর সম্পত্তি যত বেশি, তাঁর কাছে তোলার দাবিও তত বড়। এমনকি তৃণমূল আমলে কার বিরুদ্ধে কত টাকা তোলাবাজির অভিযোগ ছিল, সেটিকেও টাকা আদায়ের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হলেও তোলাবাজির সংস্কৃতির অবসান হয়নি। বরং কিছু ক্ষেত্রে দাবির অঙ্ক আগের চেয়েও বেড়েছে। অনেকের মতে, তৃণমূলের আমলে তোলাবাজির বহু অভিযোগ সামনে

এসেছে। কিন্তু ফোন করে সরাসরি কোটি টাকা চাওয়ার ঘটনা খুব বেশি শোনা যায়নি। এখন সেই ধরনের অভিযোগও উঠছে। কিছুদিন আগে জেলার এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছিলেন, এক বিজেপি নেতা তাঁর কাছে এক কোটি টাকা দাবি করেছেন। গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও করেছিলেন তিনি। যদিও অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় বিজেপির জেলা সংগঠনের অন্দরেও অস্বস্তি বাড়ছে। তোলাবাজি এবং রাজনৈতিক জরিমানার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন দলের পুরনো কর্মীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, ক্ষমতায় আসার অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় আর্থিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রের দাবি, এই সংঘাতের নেপথ্যে রয়েছে এলাকার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দখলের লড়াই। কোথাও ব্যবসায়ী ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা আদায়, কোথাও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের জরিমানা, আবার কোথাও জমি এবং চাষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিযোগ উঠছে। সেই ‘মধুভাণ্ড’ কার হাতে থাকবে, তা নিয়েই বিজেপির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি মন্তেশ্বরে বিজেপি বিধায়ক সৈকত পাঁজাকে ঘিরে দলের কর্মীদের একাংশ বিক্ষোভ দেখান এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন। বর্ধমানের শ্যামলাল এলাকায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে এক মহিলা নেত্রী-সহ কয়েকজন আহত হন। জামালপুর ও কালনাতেও বারবার দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। দলের পুরনো কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার কয়েক বছর পর বিভিন্ন এলাকায় আর্থিক কর্তৃত্ব দখলের লড়াই প্রকট হয়েছিল। কিন্তু

● এরপর ৬ পাতায়...

শহর ও শহরতলী

বিভিন্ন খুঁটিনাটি, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ রাজ্যের নবনির্বাচিত বিধায়কদের বাজেটের বিভিন্ন খুঁটিনাটি , সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন সম্পর্কে আরও দক্ষ করে তুলতে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়ার আগামী মঙ্গলবার একদিনের এই কর্মশালায় ১৮১ জন নতুন বিধায়ক সহ বিধানসভার ২৯৪ জন সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই কর্মশালার মূল বিষয় ' ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট'। পাশাপাশি রাজ্যের বাজেট কীভাবে প্রস্তুত হয়, বাজেট বিশ্লেষণের পদ্ধতি, আর্থিক দায়বদ্ধতা ও বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন (এফ আর বি এম), সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার আর্থিক রূপরেখা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে। বিধানসভার অধ্যক্ষের নির্দেশে এই প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেন জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার। তাঁর পাঠানো প্রস্তাব গ্রহণ করে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে

বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এর সাসপেনশন প্রত্যাহার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃঅধ্যক্ষ রথীঃদ্র বসুর হস্তক্ষেপে বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এর সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সচিবের নির্দেশে তার বিরুদ্ধে যে বিভাগীয় তদন্ত হয়েছিল তাতে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে তার অবর্তমানে মার্শাল কে সাসপেন্ড করায় অধ্যক্ষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং মার্শালের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় পরিষদীয় দপ্তরের কয়েকজন অসন্তোষ প্রকাশ করেন বলেও জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য গত চৌঠা আগস্ট বিধাযকদের কর্মশালায.ছবি তোলার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভার সচিব এস এন দাস তাকে সাসপেন্ড করেছিলেন। এদিকে সাসপেনশন উঠে যাওয়ায় মার্শাল আজ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে তার নিজের দায়িত্ব পালন করেন।

রাজ্য সরকার বিধায়কদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১২ আগস্ট ঃ স্থানীয় এলাকার জনগণের সঙ্গে জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে সেবা কেন্দ্র তৈরির জন্য রাজ্য সরকার বিধায়কদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ বিধানসভায় বলেন প্রতিটি সেবা কেন্দ্রের জন্য চলতি মাস থেকে প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা ছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে ধুতি,পাঞ্জাবি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৈরি এই সেবা কেন্দ্রের জন্য সংশ্লিষ্ট বিধায়ককে মাসে ৩০ হাজার টাকা করে সহায়তা করা হবে বলে অর্থ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সেবা কেন্দের নাম নেতাজি সুভাষচন্দ বসু সেবা কেন্দ রাখতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার সদস্যদের কাছে প্রস্তাব রাখেন। বিজেপি পরিসদীয় দলের তরফে ইতিমধ্যেই একশোর বেশি সেবা কেন্দ চালু করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়কের আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার চলতি মাস থেকে তাদের চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান চলতি মাস থেকে তারা চিকিৎসা ভাতা ছয় হাজার টাকার পরিবর্তে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে পাবেন। দুটি ক্ষেত্রেই আইনের সংশোধন করে বিধানসভায় বিল আনা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

তৃণমূলের কার্যালয়ে তালা, নিশানায় সায়নী 'দলবিরোধী অবস্থানের অভিযোগে বিক্ষোভ

তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ হওয়ার পর দলের কার্যালয় ব্যবহার করলেও বর্তমানে ' রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগ উঠেছে যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগকে কেঃদ্র করেই সোমবার দক্ষিণ কলকাতার গড়ফা এলাকায় সায়নী ঘোষের ব্যবহৃত একটি তৃণমূল কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলেন একদল কর্মী-সমর্থক। নিজেদের কালীঘাটপন্থী এবং মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের অনুগামী বলে দাবি করা ওই কর্মীদের বক্তব্য, তৃণমূলের কার্যালয় ব্যবহার করে অন্য রাজনৈতিক দলের হয়ে জনসংযোগ করা মেনে নেওয়া হবে না। গড়ফার ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের ওই কার্যালয়টি রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেঃদ্র থেকে জয়ী হওয়ার পর সায়নী ঘোষ নিয়মিত এই কার্যালয় ব্যবহার করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেখানে দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক, সাংগঠনিক আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে পরিকল্পনা করা হত। কার্যালয়ের বাইরে দীর্ঘদিন সায়নী ঘোষের নাম লেখা একটি নামফলকও ছিল। সোমবার আচমকাই কয়েক জন যুবক-যুবতী ওই কার্যালয়ে এসে জড়ো হন। তাঁদের হাতে ছিল সায়নী ঘোষকে নিশানা করে লেখা একাধিক ব্যানার। কোথাও লেখা ছিল ' ব্যাক সায়নী', আবার কোথাও তাঁকে ' বলে কটাক্ষ করা হয়। নিজেদের ' তৃণমূলের' কর্মী এবং মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের অনুগামী বলে দাবি করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সায়নী ঘোষ বর্তমানে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সাংসদ হিসেবে কাজ করছেন এবং সেই দলের কর্মসূচি ও বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। তাহলে তৃণমূলের কার্যালয় তিনি কেন ব্যবহার করবেন, সেই প্রশ্নই তোলেন বিক্ষোভকারীরা। ঘটনাস্থলে সায়নী ঘোষের সচিবের মতো পরিচিত এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা তাঁকে কার্যালয় থেকে বাইরে বের করে দেন। এরপর ঘরটিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, তৃণমূলের নামে থাকা কোনও কার্যালয় অন্য রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক বা জনসংযোগের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এই কারণেই তাঁরা কার্যালয়টি বন্ধ করে দিয়েছেন বলে জানান। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, একজন জনপ্রতিনিধি যে রাজনৈতিক দলের প্রতীকে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন, সেই দলের সঙ্গে তাঁর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানের সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। তাঁদের অভিযোগ, একদিকে তৃণমূলের কার্যালয় ব্যবহার করা হচ্ছে, অন্যদিকে অন্য রাজনৈতিক পরিচয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া হচ্ছে। এই দ্বৈত অবস্থান তাঁরা মেনে নিতে রাজি নন। ঘটনাকে কেঃদ্র করে গড়ফা এলাকায় কিছুটা উত্তেজনাও তৈরি হয়। স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মধ্যে শুরু হয় আলোচনা। কার্যালয়টি দলের সাংগঠনিক কাজে কীভাবে ব্যবহার করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে সেখানে কোনও কর্মসূচি হবে কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে জল্পনা। অন্যদিকে, গোটা ঘটনায় যাঁকে ঘিরে এত বিতর্ক, সেই যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। ফলে কার্যালয় ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে তাঁর অবস্থান কী, তা স্পষ্ট হয়নি। একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগের সত্যতা এবং কার্যালয়টি বর্তমানে কোন রাজনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল, তা নিয়েও বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি। সোমবারের এই ঘটনা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপড়েনকে আরও প্রকাশ্যে নিয়ে এল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বিশেষ করে সাংগঠনিক কার্যালয় ঘিরে সরাসরি কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ এবং তালা ঝোলানোর ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করেছে। এখন এই ঘটনায় দলীয় নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ করে এবং সায়নী ঘোষ নিজে কী প্রতিক্রিয়া জানান, সেদিকেই নজর থাকবে।

জয়নগর মজিলপুরে বিজেপির 'হর ঘর তিরঙ্গা' যাত্রা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ দেশাত্মবোধ ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা নিয়ে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই জয়নগর মজিলপুর পৌর শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজেপির 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি। বুধবার বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে জাতীয় পতাকা হাতে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে তিরঙ্গা যাত্রা।সারা রাজ্যের পাশাপাশি জয়নগরেও ৯ই আগস্ট থেকে সপ্তাহব্যাপী ' ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশ প্রেম এবং জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আরও জোরদার করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে।এদিন জয়নগর মজিলপুরের বুড়োরঘাট থেকে তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা হাতে শোভাযাত্রায় অংশ নেন বিভিন্ন বয়সের বহু মানুষ। দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। বুড়োরঘাট থেকে শুরু হয়ে দওবাজার, তালপুকুর মোড়, রথতলা, থানার মোড় হয়ে রাধাবল্লভ তলায় গিয়ে শেষ হয় এই তিরঙ্গা যাত্রা।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উপল নস্কর,জয়নগর জেলার একাধিক পদাধিকারী সঞ্জয় সিনহা,বিকাশ সরদার, অসীম সাফুই সহ জয়নগর বিধানসভার পাঁচটি মণ্ডুলেরসভাপতি এবং দলের একাধিক কর্মীসমর্থক।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বক্তব্য পেশ করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পাশে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস মহাশয়। ছবি সুবল সাহা

DECILLION FINANCE LIMITED

CIN: L65999WB1995PLC067887

Regd. Off.: Jajodia Tower, 4th Floor, Room No-D-8, 3, Bentinck Street, Kolkata-700001 E-Mail: info@decillion.co.in Website: www.decillion.co.in

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 30.06.2026 Unaudited	31.03.2026 Audited	30.06.2025 Unaudited	Year Ended 31.03.2026 Audited
1	Total Income from Operations	23.00	21.90	27.29	104.81
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	10.36	-12.82	15.40	-3.05
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	10.36	-12.82	15.40	-3.05
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#)	7.75	-11.05	11.25	-3.33
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.75	-11.05	14.29	0.16
6	Equity Share Capital	350.00	350.00	350.00	350.00
7	"Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.22	-0.32	0.32	-0.10

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the 1st Quarter ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.

2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2026.

Place : Kolkata
Date : 12.08.2026

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Managing Director
DIN: 00468744

VIRAT LEASING LIMITED

CIN:L65910WB1984PLC098684

Regd. Off.: 1, Crooked Lane, 3rd Floor, Room No. 324, Kolkata–700069

Corp. Off: Jajodia Tower, 3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8,Kolkata-700001

E-Mail: info@vll.co.in Website: www.vll.co.in

EXTRACT OF OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(₹. in Lacs)

Sl No	Particulars	Quarter ended 30.06.2026 Unaudited	Quarter ended 31.03.2026 Audited	Quarter ended 30.06.2025 Unaudited	Year ended 31.03.2026 Audited
1	Total Revenue from Operations	19.89	12.82	22.5	86.54
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	8.52	8.93	5.33	-72.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	8.52	8.93	5.33	-72.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	6.38	11.46	3.90	-72.94
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6.38	-2.18	69.24	-21.25
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)" Basic & Diluted:	0.02	0.09	0.02	-0.56

Note:

1 The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the 1st Quarter ended 30th June, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Un-audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.

2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August 2026.

Place : Kolkata
Date : 12.08.2026

For Virat Leasing Limited
sd/-
Rajeev Kothari
Managing Director
DIN: 00147196

HOWRAH GASES LIMITED

CIN: L24111WB1985PLC038480

Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,

Mobile No.+91 9830024305

Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website: www.howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE,2026 (Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter ended 30.06.26 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.25 (Audited)	Quarter ended 30.06.25 (Unaudited)	Year ended 31.03.26 (Audited)
1	Total income from operations (net)	224.06	410.74	166.36	1,018.21
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	0.51	(157.03)	(4.55)	(117.60)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.51	(157.03)	(4.55)	(117.60)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	0.51	(160.98)	(4.55)	(121.55)
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	0.51	(239.85)	(4.55)	(200.42)
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity(excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	6,248.16
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	0.02	(7.50)	(0.14)	(6.26)

Notes:

1) The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of directors at their respective meetings held on 12th August, 2026

2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3) The Financial results along with Limited Review Report, have been posted on the Company website at howrahgases.com/ H_Financial.aspx and can be accessed by scanning the QR Code.

Place : Kolkata
Date : 12th August,2026

On behalf of the Board of Directors
For,HOWRAH GASES LIMITED
Sd/- Suresh Kumar Agrawal
Managing Director
DIN No. 00587623

ADITYA BIRLA CAPITAL

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাবল, গুজরাট-৩৬২ ২৬৬।

কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ১২তম তলা, আর টেক পার্ক, নির্লন কমপ্লেক্স, হাব মলের কাছে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০ ০৬৩, মহারাষ্ট্র।

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি (পরিশিষ্ট ৪) বিধি ৮(১) জামানতি স্বার্থ (প্রয়োগ) বিধিমালা, ২০০২

১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ স্কিম (Scheme of Amalgamation)-এর মাধ্যমে **আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের** একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়েছে, যা ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (আহমেদাবাদ)-এর ২৪.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, নিচে 'শিডিউল এ' (Schedule A)-তে উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI কার্যক্রম একত্রীকৃত কোম্পানি **'আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড'**-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর অধীনে **আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (ABCL)**-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর ক্ষমতাবলে, আমি নিচে উল্লিখিত তারিখে ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি দাবি-নোটিশ (Demand Notice) জারি করেছি।

এই নোটিশের মাধ্যমে আপনাদের (ঋণগ্রহীতা, যাদের **নাম ও ঠিকানা নিচে দেওয়া হয়েছে**) নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ, নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করুন।যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর ক্ষমতাবলে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছি। নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর করা যাবে না এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড (ABCL)**-এর দাবি (নিচে উল্লিখিত অর্থ ও তার ওপর প্রযোজ্য সুদ)-এর আওতাভুক্ত বা দায়বদ্ধ থাকবে। বন্ধকী সম্পত্তি বা সম্পদ পুনরুদ্ধারের (redemption) জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা ৮-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ ওবকেয়া টাকার পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত সম্পত্তি)	দখল তারিখ
১.	১. মেসার্স এম. এম. মার্বেল টাইলস (স্বত্বাধিকারী-এর মাধ্যমে) জনাব মোহাম্মদ এম. মোল্লা ২. জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মোল্লা পিতাঃ জনাব মোসলেম মোল্লা ৩. মিসেস সামিনারা বিবিস্বামীঃ মো. মহিউদ্দিন মোল্লা এলএএন (LAN)ABKOLST S00 0000569557	ডিএন (DN) তারিখঃ০১.০৬.২০২৬ টাকা ২০,৪৪,৬৫১.৪০ (বিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শ একান্ন টাকা চল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে ২১.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ।	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শানপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত মৌজা-রামপুর, থানা-কাশীপুর (পূর্বনাম ভাঙা), পরগনা-বালাঃদা-তে অবস্থিত প্রায় ২.৩৪ ডেসিমেল জমির ওপর নির্মিত একটি দোতলা আবাসিক বাা়ি (মোট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ১৫০০ বর্গফুট, যার প্রতি তলায় ৭৫০ বর্গফুট জায়গা রয়েছে এবং প্রতিটি তলায় দুটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, একটি শৌচাগার ও একটি রান্নাঘর আছে) যার জে.এল. নম্বর ৬৪, আর.ই.এস.এ. নম্বর ২, তৌজি নম্বর ৫৮৬, আর.এস. খতিয়ান নম্বর ২০, এল.আর. খতিয়ান নম্বর ১১৪৪, আর.এস. দাগ নম্বর ১৫৪ এবং এল.আর. দাগ নম্বর ১৫৯ (আংশিক)। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ-উত্তরে এল.আর. দাগ নম্বর ১৫৯ (আংশিক) দক্ষিণে এল.আর. দাগ নম্বর ১৫৯ (আংশিক) ও ৬ ফুট চওা সাধারণ চলাচলের পথ পূর্বে এল.আর. দাগ নম্বর ১৫৯ (আংশিক) পশ্চিমে এল.আর. দাগ নম্বর ১৫৯ (আংশিক)।	১১.০৮.২০২৬ (প্রতীকীদখল)
২.	১. মেসার্স মা মনশা আলু ভান্ডার এর স্বত্বাধিকারী মিঃ নেতাই পোদ্দারের মাধ্যমে ২. মিঃ নেতাই পোদ্দার S/o হিমাংশু পোদ্দার ৩. শ্রীমতি প্রভাবতী পোদ্দার W/o. মিঃ নেতাই পোদ্দার ল্যানঃ ABKOL-STS000000733186 এবং ABKOL-STS000000707722	ডিএন (ডুপ্) তারিখঃ ০১.০৬.২০২৬ ২০,৪০,৮৯৭.৪০ টাকা (বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশ সাতানব্বই টাকা ও চল্লিশ পয়সা মাত্র)-২১.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদসহ।	সেই নির্দিষ্ট জমি ও তার ওপর অবস্থিত পাকা কাঠামো (যা 'প্লট নং ক' হিসেবে চিহ্নিত)-যার মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৭৭৫ বর্গফুট এবং পাকা কাঠামোর আচ্ছাদিত (covered) আয়তন প্রায় ৫৭৫ বর্গফুট, সাথে ১৪৭.৫ বর্গফুটের সাধারণ এলাকা (common area) অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে-১) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিতাই-এর নিজস্ব ১৫ অংশ অবিভক্ত মালিকানা (যার জমির পরিমাণ প্রায় ১৫৫ বর্গফুট, পাকা কাঠামোর আচ্ছাদিত আয়তন প্রায় ১১৫ বর্গফুট এবং সাধারণ এলাকা ২৯.৫ বর্গফুট) এবং ২) অন্যান্য সহ-মালিকদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত ৪৫ অংশ অবিভক্ত মালিকানা (যার জমির পরিমাণ প্রায় ৬২০ বর্গফুট, পাকা কাঠামোর আচ্ছাদিত আয়তন প্রায় ৪৬০ বর্গফুট এবং সাধারণ এলাকা ১১৮ বর্গফুট)। এই সম্পত্তিটি মোট ৩ কাঠা ১ ছটাক ৭ বর্গফুট আয়তনের জমির অংশবিশেষ। অবস্থানঃ মৌজা- বান্দিপুর, থানা- খড়দহ, জে.এল. নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ২০, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৭৭৭ (গু), হোল্ডিং নং ৯৩৩৩৮২১, মঠপাড়া (খড়দহ পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত), জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। আলোচ্য সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ-উত্তরেঃ প্লট নং বি দক্ষিণেঃ ৮ ফুট চওড়া মঠপাড়া রোড পূর্বে অজিত রায়ের বাড়ি পশ্চিমেঃ রঞ্জিত রায়ের বাড়ি।	১১.০৮.২০২৬ (প্রতীকীদখল)

স্থান- দক্ষিন ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১১.০৮.২০২৬

স্বাক্ষর /-
অনুমোদিত কর্মকর্তা, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

দান্টা ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড

CIN: L51226WB1982PLCO35467

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ১, ক্রুকড লেন, নিচতলা, কক্ষ নং জি২, কলকাতা - ৭০০০৬৯ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

যোগাযোগ নম্বরঃ ৯০৭৩৯৮০৮৩১

ই-মেইলঃ dantavyapar@hotmail.com ওয়েবসাইটঃ www.dantavyapar.com

৩০শে জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর নির্যাস

(অন্যথা উল্লেখ না থাকলে সমস্ত পরিমাণ হাজার রুপিতে)

	বিস্তারিত বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ০.৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১.৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছর ৩১.৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১.	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নিট)	২৪৯৮.৬০	২৮২১.৯৪	১৭৩৮.২৩	১১৪৩০.০৯
২.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমীএবং অসাধারণ বিষয়সমূহ-এর পূর্বে)	১৪৬৯.২৭	১১২৮.৩১	১৭০.৭২	৫০৪১.৪৫
৩.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা (ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবংঅথবাঅসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	১৪৬৯.২৭	১১২৮.৩১	১৭০.৭২	৫০৪১.৪৫
৪.	কর-পরবর্তী নিট মুনাফা (ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবংঅথবাঅসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	১৩৫৮.৭০	৫৫৩.৯০	১২৭.৭৫	৩৫৫৫.০৮
৫.	আলোচ্য সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (ক্ষতি)(আলোচ্য সময়ের মুনাফা(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিকআয় (কর-পরবর্তী) সমন্বয়ে গঠিত)	১৩৫৮.৭০	(১৫৮৫.২৩)	১২৭.৭৫	১৪১৫.৯৫
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০	৪৭৪৫৯.৬০
৭.	অন্যান্য ইকুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)	-	-	-	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অস্বাভাবিক বা বিশেষ আইটেম-এর আগে ও পরে)(বার্ষিকীকৃত নয়)ঃবেসিক ও ডাইলুটেড (টাকা)	০.২৯	০.১২	০.০৩	০.৭৫

দ্রষ্টব্যঃ

১) ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য উল্লিখিত নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলসমূহ অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ই আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

২) উপরে প্রদত্ত তথ্যটি আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণীর একটি সারাংশ মাত্র পূর্ণাঙ্গ বিবরণীটি SEBI (LODR) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট https:dantavyapar.com-এ পাওয়া যাচ্ছে।

৩) নিরীক্ষা প্রতিবেদনসহ আর্থিক ফলাফলসমূহ কোম্পানির ওয়েবসাইট https:dantavyapar.comservices-এ প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে তা দেখা বা সংগ্রহ করা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৩ই আগস্ট, ২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
দান্টা ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর জন্য
স্বাক্ষর /-
একতা আগরওয়াল
(ব্যবস্থাপনা পরিচালক)
DIN: 01369717

পায়ে হেঁটে কামাখ্যা মন্দিরে

বনস্পতি দে, হুগলিঃ সত্যি ভাবা যায় না ইচ্ছা শক্তি ও জেদ থাকলে মানুষকে কোথায় না নিয়ে যায় অবিশ্বাস্য লাগে শুনলে, হুগলির পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা তরুণ ছেলে সেই সাথে হুগলি জেলার যুব কংগ্রেস সহ সভাপতি শ্রী দেবাশিস শী পায়ে হেঁটে কামরূপ কামাখ্যায় পৌছলেন

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN :-L24117WB1998PLC087800

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ- ৬২বি, ব্রাউনফিল্ড রো, প্রথম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ ০২৭

ফোন নম্বরঃ- ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৩৯ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২৪৪৯ ০৮৪৯

ইমেইল আইডিঃ- contactus@hindcon.com, ওয়েবসাইটঃ- www.hindcon.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লাখ এককে)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সময়কাল সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৬ নিরীক্ষিত নয়	পূর্ববর্তী বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ নিরীক্ষিত নয়
১.	পরিচালন থেকে মোট আয়	২,১৯১.১৭	৬,৭২৬.২৮	১,৫৩০.৭৯
২.	আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা(কর, ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পূর্বে)	৩২৮.৬৩	৪৩৯.৯১	১৮৮.৪০
৩.	কর-পূর্ব নিট মুনাফা(ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ বিষয়সমূহের পরে)	৩২৮.৬৩	৪৩৯.৯১	১৮৮.৪০
৪.	কর পরবর্তী মেয়াদের নীট মুনাফা(ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ বাদ দিয়ে)	২৩৩.৯১	৩০৮.১১	১৩৫.৪১
৫.	মেয়াদের মোট সমন্বিত (ক্ষতি) মুনাফা (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর পরবর্তী ক্ষতি আয় এবং অন্যান্য সমন্বিত (ক্ষতি কর পরবর্তী আয়))	৩১৫.৭৫	২৯৪.২২	১৫৭.০৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৭০.৪৪	৭৭০.৫১	৭৬৭.২০
৭.	সঞ্চিতি (পুনর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি ব্যতীত)	-	৪,৯৩৮.৮১	-
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ২ /- টাকা মূল্যের)(অব্যাহত ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) - মৌলিক	০.৬৩	০.৮৪	০.৩৫
	লঘুকৃত	০.৬৩	০.৮৪	০.৩৫

কোম্পানিটির কোনো ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ (exceptional and extra-ordinary) বিষয় নেই।

** উপরে প্রদর্শিত ইপিএস (EPS)-কে বার্ষিক ভিত্তিতে রূপান্তর করা হয়নি।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যাসমূহ

(লাখ এককে)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত প্রান্তিক জুন-২৬ অনিরীক্ষিত	মার্চ-২৬ নিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাসসমাপ্ত ২৫ জুন অনিরীক্ষিত
১.	পরিচালন হতে মোট আয়	২,১৩১.৫৯	১,৯৮৮.৫৯	১,৪৮৭.৫৪
২.	অব্যাহত কার্যক্রম থেকে কর-পূর্ব মুনাফা(ক্ষতি)	৩৪২.৯৯	১১৪.২৯	১৯৩.৩৫
৩.	চলমান কার্যক্রম থেকে কর-পরবর্তী মুনাফা(ক্ষতি)	২৪৯.০৮	৭৮.০৮	১৪০.৩৬

দ্রষ্টব্যঃ

১. উপরিউক্ত তথ্যটি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে পেশ করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://www.hindcon.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com) পাওয়া যাবে।

২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী (Consolidated Financial Statement) প্রস্তুত করেছে এবং এই সমন্বিত আর্থিক তথ্যের মধ্যে কোম্পানির সহযোগী সংস্থা-যথা হিন্দকন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (Hindcon Solutions Pvt Ltd) ও ভিশন স্পিড ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড (Vision Speed Works Pvt Ltd)-এবং এলএলপি (LLP)-তে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার-যথা মেসার্স হিন্দকন স্পেশালিটি কেমিক্যালস এলএলপি (Ms Hindcon Speciality Chemicals LLP)-অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.উপরিউক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পর্ষদ (Board) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৪ . বর্তমান সময়ের তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে পূর্ববর্তী সময়ের তথ্যগুলিকে পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন করা হয়েছে।

৫.কোম্পানির ক্ষেত্রে কোনো 'ব্যতিক্রমী' (Exceptional) বা 'অসাধারণ' (Extraordinary) বিষয় বা লেনদেন নেই।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ আগস্টি ১২ ২০২৬

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও হয়ে
স্বাক্ষর /-
(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ডিআইএন-০০৮৪৮১৯০

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড

CIN-L65993WB1980PLC032908

রেজিঃ অফিসঃ ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

ফোনঃ (০৩৩) ২২২৯-২৮৮১

ইমেইলঃ corporate@purbasharesources.in, ওয়েবসাইটঃ www.purbasharesources.in

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১২ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩ ও ৪৭ নং রেগুলেশন অনুসারে, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন সহ উক্ত ফলাফলসমূহ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in এবং উপলব্ধ আছে এবং প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২.০৮.২০২৬

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে
বিকাশ আগরওয়াল বিনজরাজকা
চেয়ারম্যান
ডিআইএনঃ ০০০১২৯৭৮

Ministry of Culture
Government of India

আসুন, আমরা বিশ্বের বৃহত্তম নাগরিক আন্দোলনে শামিল হই

Har Ghar Tiranga

Dedicated to the Spirit of Vande Mataram

9 to 17 August 2026

আসুন, আমরা উসাহের সাথে 'হর ঘর তিরঙ্গা' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি এবং 'বিকশিত ভারত' গঠনে অবদান রাখার জন্য আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে নবায়ন করি।

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

আপনার রাজ্য, জেলা ও শহরে আয়োজিত হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুন।

- তিরঙ্গা যাত্রা
- তিরঙ্গা র‍্যালি
- তিরঙ্গা রঙ্গোলি তৈরি
- সমবেত কণ্ঠে বন্দে মাতরম গাওয়া

জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম-এর সম্পূর্ণ কথা শিখে নিন vandematara150.in-এ

1. 'টিউটোরিয়াল' ট্যাবে ক্লিক করুন
2. আপনার পছন্দের ভাষায় গানটি শুনুন
3. গানের কথার প্রতিবর্ণীকরণ অনুসরণ করুন
4. লাইন ধরে ধরে মহড়া দেওয়া
5. কারাওকের সাথে গান গাও

CBC 09101/13/0017/2627

আপনার তিরঙ্গা মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দী করুন এবং সবার সাথে আপনার গর্ব ভাগ করে নিন harghartiranga.com-এ

1. দেখুন harghartiranga.com
2. আপনার ডিটেল শেয়ার করুন
3. তিরঙ্গার সঙ্গে সেলফি তুলুন
4. বন্দে মাতরম-এর লিরিক্স বা গানের কথা সম্বলিত ফ্রেম দিয়ে আপনার সেলফি আপলোড করুন
5. আপনার অংশগ্রহণের সার্টিফিকেটটি ডাউনলোড করুন

তিরঙ্গা উত্তোলন করুন। বন্দে মাতরম গান করুন। হর ঘর তিরঙ্গা উৎসব উদযাপন করুন

আসুন সবাই মিলে এই স্বাধীনতা দিবসটিকে অবিস্মরণীয় করে তুলি!

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ২৭ শ্রাবণ, ১৪৩৩

জমিদার বাড়ির সানাই

বাবুদের বাড়ি বা গরলগাছা জমিদার বাড়ী।পুজো এলেই নানা ভাবে মন টানে বনেদি বাড়ির পুজো। হুগলি জেলার গরলগাছা রাজবাড়ি তেমনই এক বিখ্যাত বাড়ি। এ বাড়ির পুজোর বয়স প্রায় ২৬ বছর। এই রাজবাড়ির আরও একটি নাম রয়েছে, 'বাবুদের বাড়ি'। মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে পণ্ডিত সন্তোষ মোহন বিদ্যাবাগীশ এ জায়গা উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন ১৭৬৭ সালে। তাঁর ছিল দুই ছেলে, গোকুলচন্দ্র এবং রাধানাথ, এনারা দুই ভাই মিলে শুরু করেন দুর্গাপুজো। আবার কেউ কেউ বলেন নবকিশোর বলে কোনো এক বংশধর শুরু করেন এ পুজো। তবে যেই শুরু করে থাকুন না কেন সেই পুজো আজও নিয়ম রীতি মেনে হয়ে আসছে। তৎকালীন সময়ে, রাধানাথের পুত্র দ্বারকানাথ ব্রিটিশদের থেকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। সেই থেকেই বোধহয় বাবুদের বাড়ি বলে এ বাড়ির খ্যাতি। বাইরের দিকে এ বাড়ির রঙ সাদা। তবে, ভেতর দিকের লাল রঙের দেওয়ালের সঙ্গে সবুজ জানলাগুলো আজও যেন প্রাচীনতার সাক্ষী। এত সব ছেড়েও এ বাড়ির মুখ্য আকর্ষণ ঠাকুর দালান। পুজোর সময় পরিবারের লোকজন তো থাকেই, সেই সাথে আশেপাশের মানুষের ভিড়ে জমজমাট পরিবেশ তৈরি হয় এ বাড়িতেও। প্রতিমার ভীষণ কোনো ব্যতিক্রম নেই যদিও। মা দুর্গা স্বমহিমায় পুজো নেন পুজোর পাঁচ দিন। তবু এ পুজোর বিশেষত্ব হিসেবে বলা যায়, এ বাড়িতে কুমারী পুজোর কোনো রীতি নেই। বাড়িতে প্রবেশ করতেই বাড়ির সৌন্দর্য দেখে মন ভরে গেল। বাড়িটায় ঢুকতেই মন যেন হারিয়ে গেছিল সেই জমিদারি, ব্রিটিশ আমলে। প্রথমেই মা মহামায়াকে দর্শন করে নিলাম তখনো প্রতিমার চোখ আঁকা চলছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মা দুর্গার ত্রি নয়ন আঁকা দেখলাম। শুনলাম স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব থেকে রামপ্রসাদ সেনে স্মৃতিজড়িত এই বাড়ি। প্রথমে বাড়ির একতলা তারপর দোতলা। দেখে নিলাম ওনাদের প্রাচীন বৈঠকখানা। বাড়ির ছাদ থেকে সম্পূর্ণ বাড়িটার সৌন্দর্য অসাধারণ। বাড়ির পিছন দিকে রয়েছে একটি পুরোনো কুয়ো আর সামনে রয়েছে দুটো শিব মন্দির। ছাদের উপরেই আরও একটি পুরোনো ঘর আছে। কত যে ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এই বাড়ীর দেওয়াল, কড়িকাঠে, ঘরে তো বলে শেষ করা যাবে না। বর্তমানে বাড়িটি বিভিন্নঠ) সিরিয়াল এর শুটিং, বিয়েবাড়ি এসবের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়, তাই নিয়মিত একটা source of income আছে। সেজন্য বাড়িটা খুব সুন্দর করে maintained আছে। গরলগাছা বাবুদের বাড়ির পুজোর ব্যবস্থা পনা ও বাড়ী দেখে চলে যাই জনাই ও বাকসা হুগলি জেলার পাশাপাশি দুটো গ্রামে । গরলগাছা বাবুদের বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা চন্ডীতলা হয়ে এসে পৌঁছলাম হুগলি জেলার জনাইতে। আভিজাত্য ও বনেদিয়ানায় মোড়া দুর্গাপুজোগুলোর মধ্যে জনাইয়ের দুর্গাপুজো অন্যতম। অতীতের মত আজও এখানে বেশ কিছু বনেদিবাড়িতে সব রকম নিয়মনিষ্ঠা পালন করে দুর্গাপুজো উদযাপন করা হয়। বাজার বাড়ী /উমা ভিলা ঃ জনাই ও পাশ্ববর্তী গ্রাম বাকসা মিলে বেশ অনেকগুলি বনেদি বাড়ির আছে যেগুলো মধ্যে অন্যতম হল জনাই রাজবাড়ি, বাজারবাড়ি, গোলাবাড়ি, আদি মুখার্জীবাড়ি, মিত্রবাড়ি, মাঝেরবাড়ি, চৌধুরীবাড়ি, সিংহবাড়ি, পুরাতনবাড়ি।

নবদ্বীপে রানির ঘাট

নবদ্বীপের বুকে লুকিয়ে থাকা রানি রাসমণির অজানা ইতিহাস! নবদ্বীপের গোকুলানন্দ ঘাট রোডের এক প্রাচীন প্রাসাদোপম স্থাপনা আজও নীরবে বহন করে চলেছে বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়। সময়ের প্রবল স্রোত, অবহেলা আর পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকমাতা রানি রাসমণির কাছারি বাড়ি-যেখানে একদিন পরিচালিত হতো বিশাল জমিদারির প্রশাসনিক কার্যক্রম, আর যার প্রতিটি ইট যেন অতীতের অগণিত স্মৃতির কথা বলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নদিয়ার সিংহাসনে ছিলেন মহারাজ গিরীশচন্দ্র, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র। ধর্মকর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অধিক মনোযোগী হওয়ায় রাজকার্যের ভার পড়ে রাজকর্মচারীদের ওপর। কিন্তু সেই অব্যবস্থাপনার ফলেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বকেয়া খাজনা জমা পড়েনি। পরিণতিতে নিলামে বিক্রি হয়ে যায় নদিয়ারাজের উখড়া পরগনা। উখড়ার উত্তরাংশ প্রথমে কিনে নেন কলকাতার নবাগত জমিদার মধুসূদন সান্যাল, আর দক্ষিণাংশের মালিক হন কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে সময় নবদ্বীপ ছিল উত্তর উখড়ার অন্তর্গত। কিন্তু মধুসূদন সান্যাল দীর্ঘদিন সেই জমিদারি ধরে রাখতে পারেননি। অবশেষে ১৮৫২ সালে তিনি তা বিক্রি করেন লোকমাতা রানি রাসমণির কাছে। এদিকে নদিয়ার সিংহাসনে তখন মহারাজ শ্রীচন্দ্র। নবদ্বীপকে পুনরায় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি আন্তরিক উদ্যোগ নিলেও সফল হননি। ফলে নবদ্বীপ স্থায়ীভাবে রানি রাসমণির জমিদারির অংশ হয়ে যায়। ইতিহাসের এই ঘটনাই নবদ্বীপের সঙ্গে রানি রাসমণির সম্পর্ককে আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। জমিদারি পরিচালনার সুবিধার্থে রানি রাসমণি নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করেন একটি কাছারি বাড়ি। এখান থেকেই পরিচালিত হতো রাজস্ব আদায়, জমিদারির প্রশাসন এবং প্রজাদের নানা কাজ। আজও যে ঘাটটি 'রানির ঘাট' নামে পরিচিত, প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী নবদ্বীপে এলে সেখানেই স্নান করতেন রানি রাসমণি। তাঁর নামেই ঘাটটির নামকরণ হয়। কাছারি বাড়ির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে রাধাগোবিন্দ জিউ ও গৌরাঙ্গ জিউর মন্দির। একসময় গঙ্গার শাখা 'ছাড়া গঙ্গা' পর্যন্ত নৌকায় এসে রানি রাসমণি কিংবা তাঁর জামাতা মথুরনাথ বিশ্বাস এই ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে কাছারি বাড়িতে প্রবেশ করতেন বলে স্থানীয় জনশ্রুতি রয়েছে। আশির দশক পর্যন্ত এই কাছারি বাড়িতে নিয়মিত প্রশাসনিক কাজ চলত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

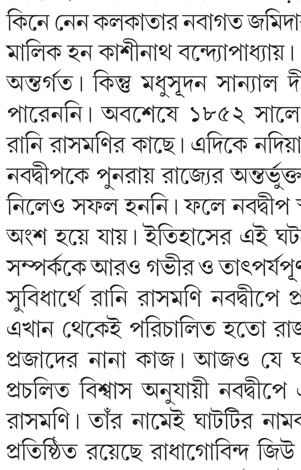

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু করবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। তার জন্য মা ভবতারিণীর কাছে গিয়ে ধ্যান করে শক্তি অর্জন করতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তি। তাঁর কাছ থেকে সবাইকে শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি আধার। মা সারদা হচ্ছেন তাঁর ভাবশক্তি। জ্ঞান শক্তি। মন্ত্র শক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করেন তার কারণ হচ্ছে নিজের মাতৃসত্ত্বাকে জাগরিত করেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না।

ক্লাসিক্যাল বাংলা গানে মানবেন্দ্র মুখার্জি

অভিজিৎ ব্যানার্জি

সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন ১১ আগস্ট, ১৯২৯সালে। পাঁচ-এর দশকেই তিনি বাংলা গানের মর্যাদাকে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীতের উচ্চতায় তুলে দিয়েছিলেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা। ...'আপনাকে একটু খারাপ করে গাইতে হবে।' স্বয়ং ছবির পরিচালকের এমন কথায় আকাশ থেকে পড়েছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'দেয়া নেয়া' একসঙ্গে অভিনয় করায়।

ইউনিটের লোকজনের দিকে তাকিয়ে উত্তম বললেন, 'দেখুন, গল্পটা তো রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নয়। একটু বদলে নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। নায়কের বন্ধুকে গায়ক করতে দোষ কী! মানবকে আপনারা ডেকেছেন, ও তো চাইবে ওর একশো ভাগ দিতে। যেমন আমার কাছ থেকেও আপনারা আশা করেন। ওর মতো এক জন গায়ক খারাপ করে কী করে

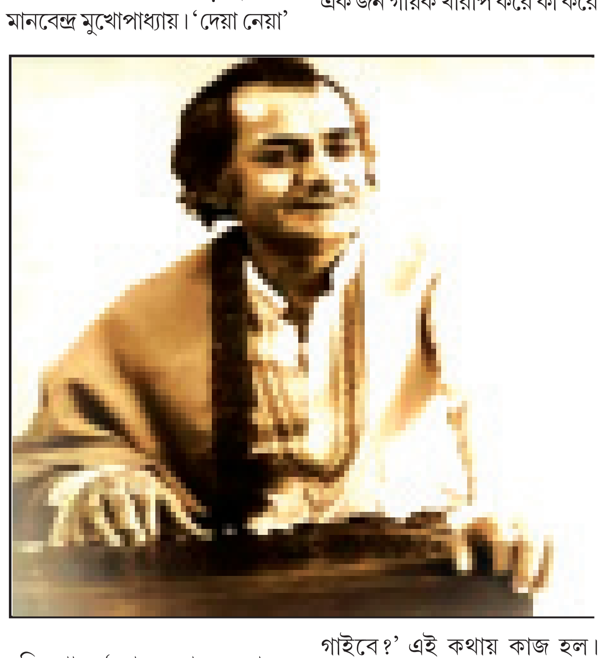

ছবির গান। 'দোলে দো দুল দোলে ঝুলনা'। তারই রেকর্ডিং-এর আগে রিহার্সাল। সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র আছেন। ইউনিটের অন্যরাও উপস্থিত। তারই ফাঁকে অমন বজ্রপাত। 'মানে! কেন? কী বলছেন আপনি!' পরিচালকের যুক্তি, 'আসলে ছবিতে নায়ক (উত্তমকুমার) গান জানেন। তাঁর বন্ধু (তরুণকুমার) গাইতে পারেন না। গল্পে এমনই বলা আছে। নায়কের গানটা শ্যামলবাবুর (মিত্র)। আপনি গাইছেন বন্ধুর লিপে।'

'তা বলে খারাপ করে গাইতে হবে! তা হলে আমাকে ডেকেছেন কেন? আমায় বরং ছেড়ে দিন।' গম্ভীর হয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন মানবেন্দ্র। তখনই নায়ক উত্তমকুমারের প্রবেশ। কনট্রোল রুমে বসেছিলেন এতক্ষণ। এ ঘরের সব কথাই তাঁর কানে গেছে। ঢুকেই বললেন, 'মানব, তুই উঠিস না।'

মানবেন্দ্রর মনের অবস্থাটা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন তিনি। আলাপ তো আর এক দিনের নয়। যখন তিনি চলচ্চিত্রেরই ধারেকাছে নেই, তখন থেকেই। টালিগঞ্জের বাঙাল পাড়ায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে তবলা শিখতে যেতেন সে দিনের অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। সে কত কাল আগে! সেই আলাপ আরওই জমে গিয়েছিল 'সাড়ে ৭৪'-এ গাইবে?' এই কথায় কাজ হল। ভাগ্যিস! নইলে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা দ্বৈত সঙ্গীতের যে কী হত, কে জানে!

সে-যাত্রায় বন্ধু উত্তম পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার সেই বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েও এক বার সঙ্গীত পরিচালনার কাজ থেকে সরে আসেন মানবেন্দ্র।

'বনপলাশীর পদাবলী' ছবি করবেন উত্তমকুমার। সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ডাকলেন তাঁর 'মানব'কে। প্রথম সিটিঙে গিয়ে মানবেন্দ্র দেখেন, তিনি একা নন। শ্যামল মিত্র সহ আরও জনা তিন-চার সঙ্গীতকার রয়েছেন।

সবাই মিলেই একই ছবিতে এক সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি মানবেন্দ্রর। সরে দাঁড়ান। 'এত অ্যামেচারিশ ব্যাপার আমার পোষাবে না।' অ্যামেচারিজম পছন্দ নয়। গানের সঙ্গে তাঁর জড়িয়ে পড়ার মধ্যে অদ্ভুত সব কাতরতা। আর তার জন্যই বোধ হয় অমন বিচিত্র ভাবে প্রথম বার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন।

'চাপাডাঙার বউ'। কাহিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। চিত্রপরিচালক নির্মল দে নিজেই বললেন, 'ছবিতে কাজ হতে পারে। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা দিতে হবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।' তত দিনে প্লে-ব্যাকে অল্পবিস্তর নামধাম হয়েছে। 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এ ছোট্ট একটু আহির ভৈরো আলাপ গেয়ে পরিচালক নির্মলবাবুর মন ছুঁয়েছেন। তাতেই ওই প্রস্তাব।

যাওয়া হল তারাশঙ্করের টালা পার্কের বাড়ি। ব্যাঘ্রচর্মের ওপর বসে লাল ধুতি পরে লিখছেন তারা শঙ্কর। গলায় উপবীত। রুদ্রাক্ষ। আলাপ করিয়ে কথা পাড়তে মাথা না তুলেই নির্মলবাবুকে বলে দিলেন, 'না, না হবে না। গল্পটা আমার খুব শক্ত। স্ক্রিপ্ট আমিই লিখছি। তুমি কোনও পাকা সঙ্গীত পরিচালককে আনো।'

এর পর আর কোনও কথা নেই। কিছুক্ষণ বাদে নিজে থেকেই তারা শঙ্কর বললেন, 'আচ্ছা, দু'কলম লিখে দিচ্ছি। সুর করো তো।' 'কিন্তু সিচ্যুয়েশনটা কী?' যুবক-সঙ্গীতকারের এ-কথায় সেই প্রথম বোধ হয় থমকেছিলেন কাহিনিকার। মুখে শুধু বললেন, 'মহাতাপ (উত্তমকুমার) গাজনে শিব সেজে নৃত্য করছে।' গানের কথা হাতে নিলেন মানবেন্দ্র। ; 'শিব হে/ অশিব শঙ্করখ।'

এর পরই ঢাকের তাল মাথায় রেখে কীর্তনের ঢঙে সুর বেঁধে গাইতে লাগলেন। একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে। কিছুক্ষণ বাদে দেখেন তারাশঙ্করও উঠে পড়েছেন। মুখে তাঁর তৃপ্তির হাসি। গান থামলে নির্মল দে-কে বললেন, 'একদম ঠিক জনকেই এনেছ। এই-ই পারবে। আর কারও খোঁজ লাগবে না।' গানের জন্য এক দিকে আবেগী। অন্য দিকে বেপরোয়া। নাছোড়। সে একেবারে ছোট থেকেই। ইন্টার কলেজিয়েট কম্পিটিশন। সেখানে কীর্তন, টপ্পা, ঠুংরির সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতও গাইতে হবে। বাকিগুলো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত?

বাড়ির পরিবেশ ভরপুর গানের, কিন্তু কোনও দিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা তেমন করা হয়নি। কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ। বললেন, 'জর্জ বিশ্বাসের (দেবব্রত বিশ্বাস) কাছে যা। পারলে ওই তোকে গাইড করতে পারবে।'

ভোরে লেকে জগিং করার অভ্যাস ছিল মানবেন্দ্রর। জর্জ বিশ্বাস তখন থাকতেন সাদার্ন অ্যাভিনিউ-এ। দিনভর তাঁর বাড়ির দরজা খোলা। জগিং সেরে ঢুকে গেলেন দরজা ঠেলে। এলোমেলো ঘর। মশারি টাঙানো। ঘুমিয়ে আছেন দেবব্রত বিশ্বাস। সটান মশারি তুলে হাত দিয়ে তাঁকে ঠেলাঠেলি করতেই উনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, 'আপনি ভারী অসভ্য ইতর লোক তো! না বলে কয়ে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত লোককে তুলে দিচ্ছেন!'

ভয়ে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মানবেন্দ্র। বাড়ির কর্তা বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ ধুয়ে জাঁতি হাতে সুপারি কাটতে কাটতে আড়চোখে খানিক চেয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'মশায়ের কী করা হয়?''ছাত্র।' 'দেখে তো মনে হয় না ভাল কিছু কাজ করেন। তা আগমনের হেতু?' 'ইন্টার কলেজ কম্পিটিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে। আপনার কাছে শিখব।' 'প্রতিযোগিতা কবে?' 'আজ বিকেলে।' জর্জ বিশ্বাস শুনে বাক্য হারা। এ-ছেলে বলে কী!

'আমার কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। উনিই আপনার কাছে পাঠালেন।'

এর পর সদয় হলেন জর্জ বিশ্বাস। গান শেখাতে বসলেন; 'ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশেরও পাখি'। কিছুক্ষণ বাদে জর্জ অফিসে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর বোনকে বলে গেলেন, 'যতক্ষণ না ওঁর গানটা ঠিক হচ্ছে, ছাড়বি না।'

সে আর আটকানো যায়নি। একটু বাদেই বোনের নিষেধ সত্ত্বেও চলে এসেছিলেন। কিন্তু বিকেলবেলা প্রতিযোগিতায় গিয়ে চমকে গেলেন। বিচারকদের চেয়ারে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, অনাদি দস্তিদারের পাশে স্বয়ং দেবব্রত বিশ্বাস! মানবেন্দ্রকে দেখে উনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। প্রতিযোগিতায় তাঁকে তিনি কোনও নম্বরও দেননি। কিন্তু সবার বিচারে প্রথম হলেন মানবেন্দ্রই।

এর পর আবার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে দেখা করতে যেতেই জর্জ বললেন, 'শুনুন, আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই আপনার প্রথম আর শেষ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া। এ লাইন আপনার নয়।' সেই থেকে পারত পক্ষে রবীন্দ্রনাথের গানের ধার মাড়াননি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গান নিয়ে ওঁর প্যাশনটা যে কী পর্যায়ের ছিল! কত বার হয়েছে, রেকর্ডিং করতে বসে কখনও সুরের গমকে কেঁদে ফেলেছেন। আবার সুর আসছে না, কথা ভাল লাগছে না বলে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, এমনও হয়েছে।

এক বার এমনই এক কারণে সুরকার নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে বড়সড় ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। সে বছর পুজোয় বিখ্যাত এক গানের মহলা। 'বনে নয় মনে মোর'। রেকর্ডিং হবে একটু পরেই। অথচ নচিকেতার তৈরি মুখড়টা কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। শেষে তবলিয়া রাধাকান্ত নন্দীকে মানবেন্দ্র বললেন, 'তুই একটা টুকরো বাজা তো।' বাজালেন রাধাকান্ত। সেটাই গানের মুখে লাগালেন।এবার মানবেন্দ্র-রাধাকান্ত দু'জনেরই খুব পছন্দ হল। নচিকেতা গেলেন রেগে। তক্কাতক্কি করে উঠেই গেলেন মহলা ছেড়ে।

মহলা কিন্তু থামল না। রেকর্ডিংও হল। এই পুরো সময়টা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে গান শুনেছিলেন নচিকেতা।

বহু বাঙালি পুলিশ অফিসার বিপ্লবীদের ব্রিটিশের ধরিয়ে দিত

নীলাঞ্জন সেন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিপ্লবীদের অবদান কম নয়। বাংলায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজ সরকার বিরোধী অহিংসা আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পথ ধরেই মহাত্মা গান্ধি পরবর্তীকালে অহিংসা আন্দোলন করে ভারতের জনক হতে পেরেছেন। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন করার প্রেরণা দান করেছিল বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আন্দোলনের পথকে শক্তিশালী করেছিলেন তাঁর গান রচনা করার মধ্যে দিয়ে। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলার জন্য রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার সেই সময়ে আর একটি গান লিখেছিলেন যে গানটি স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। গানটি হল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে।

লালবাজারের আস্থাভাজন বাঙালি পুলিশ অফিসার,হঠাৎ মেঘ না চাইতেই জল, তবে ওটা আসলেই তাঁর জন্য মৃত্যুর ফাঁদ। বিপ্লবীদের নিঁখুত অপারেশন। লোভী সুরেশকে প্রলুব্ধ করে সেদিন হত্যা করে বিপ্লবীরা। কাকভোরের কলকাতায় সামান্য কিছু মানুষ দেখল গুলির লড়াই বিপ্লবী বনাম ব্রিটিশ প্রশাসনের দুই বাঙালি অফিসার।

ব্রিটিশ প্রশাসনের আস্থাভাজন হয়ে অনেক বাঙালি পুলিশ অফিসার বিপ্লবীদের উপর নৃশংস অত্যাচার করেছেন। এমন এক দাপুটে পুলিশ আধিকারিক সাব ইন্সপেক্টর সুরেশ চন্দ্র মুখার্জি। বাঘা যতীনের একাধিক অনুগামীদের তিনি গ্রেফতার করেন। তাঁর নিজস্ব সোর্স ছিল ঈর্ষণীয়। সেই সুরেশকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন বাঘা যতীন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অর্থাৎ এম এন রায় থেকে, হীরালাল বিশ্বাস, পতিতপাবন ঘোষ ও রাধাচরণ প্রামাণিক গ্রেফতার হলেন। তবে বাঘা যতীনের ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না সুরেশ চন্দ্র।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব আর কয়েকটি দিনের অপেক্ষা,সুরেশ মুখার্জি সব তদারকি করছেন। সেদিন তাঁর সঙ্গী আর এক বাঙালি অফিসার ও দেহরক্ষী শিবপ্রসাদ।

সুরেশ বুঝতেই পারেনি তাঁকে হত্যা করতে বিপ্লবীরা নিঁখুত ফাঁদ পেতেছে। রায়চৌধুরী মোস্ট ওয়ান্টেড তাঁকে দেখে বনবিহারী, চাপা গলায় স্যার ডানদিকে। সুরেশের প্রমোশনের লোভ, লালবাজারের আস্থা ভাজন। সুরেশ যে এতদিন এই তরুণকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সুরেশ উত্তেজিত,বনবিহারী কভার দেবে।

কিন্তু ওটা তো আসলে মরিচিকা। সুরেশের সামনে টোপ হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী।

কোমরের রিভলবার হাতে নিয়ে সোজা চিত্তপ্রিয়ের কলার চেপে ধরলেন। মুহূর্তে বদলে গেল এলাকার পরিবেশ। কাকভোরের কলকাতায় পাল্টা গুলি চালালেন চিত্তপ্রিয়। সমস্ত ঘটনার নজর রাখছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত নীরেন দাশগুপ্ত,নরেন ঘোষ চৌধুরী। চিত্তপ্রিয়'র রিভলবার থেকে গুলি বের হল না। ততক্ষণে বিপদ আঁচ করে নীরেন দাশগুপ্ত পিছন থেকে সুরেশচন্দ্র মুখার্জিকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। নিঁখুত নির্ভুল নিশানা। সুরেশ পড়ে আছে রাস্তায়, আরও কিছু বুলেট বিপ্লবীরা তাঁর জন্য খরচ করলেন। শিবপ্রসাদ প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও তাঁর উরুতে গুলি লাগল। বনবিহারী সেদিন অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। তাঁকে লক্ষ করে ছোঁড়া গুলি অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে সুরেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সাব ইন্সপেক্টর সুরেশ চন্দ্র মুখার্জি। মুষ্টিমেয় কিছু সেদিন দেখলেন বিপ্লবী বনাম পুলিশের গুলির লড়াই। সেই লড়াইয়ে জয়ী হলেন বিপ্লবীরা। নিখুঁত অপারেশন,শূন্যে গুলি ছুড়ে তারা চলে গেলেন গোপন ঠিকা নায়।

আগস্ট মাস ভারতের স্বাধীনতা লাভের মাস,এই মাসেই শুরু হয়েছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলন। আমরা স্মরণ করব সেই সব বিপ্লবীদের যাদের আবক্ষ মূর্তি হয়ত নেই আজও, আমরা স্মরণ করি তাদের আমাদের আবেগ ও শ্রদ্ধায় কত অনামী অচেনা বিপ্লবী ছিলেন এই বাংলায়। আমরা তাদের ভুলিনি, ভুলব না।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী বুড়িবলামের তীরে শহীদ হলেন, পরের দিন গুরুতর আহত বাঘাযতীন হাসপাতালে প্রয়াত হলেন। যে নীরেন দাশগুপ্ত সুরেশ চন্দ্র মুখার্জিকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন তিনিও বুড়িবালামের তীরে মরণজয়ী লড়াই করেছেন। নীরেন দাশগুপ্তকে ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি দেয়।

অক্সফোর্ডে বাঙালি পণ্ডিত নীরদ সি

অনিকেত নস্কর

কটিয়াদী থেকে অক্সফোর্ড; নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর বিস্ময়কর জীবন। শতবর্ষী এই বাঙালি মনীষী ছিলেন ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে এক স্বাধীনচেতা ও তীক্ষ্ণ

দৃষ্টির চিন্তক। তৎকালীন ময়মনসিংহের কটিয়াদীর মাটিতে জন্ম নিয়ে জ্ঞান, মনন ও লেখনীর শক্তিতে যিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে; তিনি নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের এই অনন্য লেখক ছিলেন একই সঙ্গে ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ। ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তিনি দেখেছেন প্রচলিত আবেগের বাইরে দাঁড়িয়ে, যুক্তি ও নিজস্ব বিচারবোধের আলোকে। তাঁর লেখার তীক্ষ্ণতা, পাণ্ডিত্য এবং স্বাধীনচেতা দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে উপমহাদেশের অন্যতম আলোচিত বুদ্ধিজীবীতে পরিণত করে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৮৯৭ সালের ২৩ নভেম্বর তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কটিয়াদীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। তাঁর পিতা উপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী এবং মাতা সুশীলা সুন্দরী চৌধুরানী। আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তিনি বনগ্রাম আনন্দ কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। রিপন কলেজে পড়ার পর স্কটিশ চার্চ কলেজে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে ইতিহাসে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং মেধাতালিকায় স্থান করে নেন।

ছাত্রজীবনেই ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ তৈরি হয়। ১৯১৭ সালে তিনি 'Objective Methods in History' নামে একটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধও রচনা করেন।সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন কর্মজীবনের শুরুতে নীরদচন্দ্র ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর হিসাবরক্ষণ অধিদপ্তরে কেরানি হিসেবে কাজ করেন। পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে সাংবাদিকতা ও সম্পাদনার জগতে প্রবেশ করেন। খ্যাতনামা ইংরেজি সাময়িকী 'মডার্ন রিভিউ', বাংলা 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯২৬ সালে 'মডার্ন রিভিউ'-এর সহকারী সম্পাদক এবং ১৯২৭ সালে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কলকাতার সাহিত্যিক মহলেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সঙ্গে একই বাসায় থাকার স্মৃতিও তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে নীরদচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্র বসুর একান্ত সচিব হিসেবে কাজ শুরু করেন। এ দায়িত্ব তাঁকে ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি নিয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুসহ তৎকালীন বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতার সংস্পর্শে আসেন তিনি।

রাজনীতির অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড কাছ থেকে দেখার ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ও অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়।

পরবর্তীতে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা ও দিল্লি কেন্দ্রে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবেও কাজ করেন। যে বই তাঁকে বিশ্বপরিচিত করে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় নীরদচন্দ্রের বিখ্যাত আত্মজীবনী The Autobiography of an Unknown Indian বইটি তাঁকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যাঙ্গনে পরিচিত করে তোলে। নিজের জীবন, শৈশব, ঔপনিবেশিক ভারত, সমাজ ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে লেখা এই গ্রন্থ তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও ঐতিহাসিক বোধের পরিচয় বহন করে।

এরপর একে একে প্রকাশিত হয় A Passage to England– The Continent of Circe– The Intellectual in India– To Live or Not to Live– Scholar Extraordinary– Hinduism- A Religion to Live By, Thy Hand Great Anarchæ India-১৯২১,১৯৫২সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল গভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ যুক্তি, রসবোধ এবং স্বাধীন মতপ্রকাশ। প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করতে তিনি কখনো পিছপা হননি। ম্যাক্স মুলার ও সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার

নীরদচন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ (cholar Extraordinary-The Life of Professor the Right Honourable Friedrich Max Müller–P.C.। এতে তিনি প্রখ্যাত জার্মান বংশোদ্ভূত ভাষাতাত্ত্বিক ও সংস্কৃতজ্ঞ ম্যাক্স মুলারের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করেন।

এই গ্রন্থের জন্য ১৯৭৫ সালে তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে The Continent of Circe গ্রন্থের জন্য তিনি Duff Cooper Memorial Prize লাভ করেছিলেন।

১৯৭০ সালে নীরদচন্দ্র ভারত ছেড়ে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে চলে যান। সেখানেই জীবনের শেষ তিন দশক কাটান। নব্বই বছর বয়সেও তাঁর লেখনী ছিল সক্রিয়। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত Thy Hand Great Anarch India- ১৯২১,১৯৫২ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষার স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৯০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৯২ সালে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁকে Commander of the Order of the British Empire SCBE উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৯৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম সম্মানে ভূষিত করে।

১৯৯৪ সালে তাঁর স্ত্রী অমিয়া চৌধুরানী অক্সফোর্ডে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৯৯ সালের ১ আগস্ট, ১০১ বছর বয়সে অক্সফোর্ডে নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন নীরদচন্দ্র চৌধু

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শহিদ ক্ষুদিরাম দিবস পালন

রবীন্দ্রকুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শহিদ ক্ষুদিরাম দিবস পালন করা হয়। রজ্যের সর্বত্র এই দিবসটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে বিভিন্ন সংস্থাও। স্কুলে শহিদ ক্ষুদিরাম দিবস

পালন করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। তিনি সবাইকে মনে করিয়ে দেন যে বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে জেলার সন্তান। তাঁর আত্মত্যাগ মেদিনীপুর তথা বাংলা এবং ভারতের গর্ব। তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর কথা আজকে সবাই স্মরণ করছে।

কলকাতা হাইকোর্টের সমানে শহিদ ক্ষুদিরামে একটি মর্মর মূর্তি রয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই মূর্তিতে মাল্যদান করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী মাননীয়া পূর্ণিমা চক্রবর্তী। কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রেও অনুষ্ঠান করা হয়।

ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরাম সেই সময়ে কারোর নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু কলকাতা পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ক্ষুদিরামের সব খবর বের করে ফেলেছিল। তখন লালবাজারের ওপরে ভরসা রাখতো ব্রিটিশ সরকার। লালবাজার থেকে প্রতি মুহূর্তে সংবাদ গিয়ে উপস্থিত হতো ইংল্যাণ্ডের স্বরাষ্ট্র দফতরে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দফতর এই সব খবর নথিভুক্তি করে সেটা পাঠিয়ে দিত প্রধানমন্ত্রী দফতরে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে একেবারে সমূলে নিপাত করে দেওয়ার জন্য আদেশ এসেছিল ব্রিটিনের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে। সেই নির্দেশটাকে পালন করেছে কলকাতা পুলিশের সদর দফতর লালবাজার। তখন লালবাজারের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বর্মা পর্যন্ত। সারা ভারত টহল দিয়ে বেড়াতো লালবাজার নাম পুলিশের সদর দফতর। স্বাধীনকামী বিপ্লবীদের কাছে প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছিল পুলিশের সদর দফতর লালবাজার।

ক্ষুদিরাম তাঁর প্রথম জবানবন্দির একটি স্থানে বলছেন, ''সংবাদপত্র পড়া ছাড়া আমি বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও অন্যান্যদের বক্তৃতা শুনেছি। কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ারে এই সব বক্তৃতা হত। তাঁদের বক্তৃতা আমাকে এ কাজে প্রেরণা দিয়েছে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

রেললাইন থেকে বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট ঘিরে রহস্য

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১২ আগস্ট ঃ কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম গ্রাম কালনা উত্তরপাড়া এলাকায় রেললাইন থেকে এক বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম গোবিন্দ বসাক (২৬)। মৃত্যুর আগে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং গভীর রাতে এক বিজেপি নেতাকে ফোন ও মেসেজ করার ঘটনা ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। তবে ঠিক কী কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গোবিন্দ সাধারণত হাসিখুশি স্বভাবের যুবক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বাড়িতে কোনও ধরনের অশান্তি বা ঝামেলা ছিল না বলেই দাবি পরিবারের সদস্যদের। পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার রাতে তিনি দুই বন্ধুর সঙ্গে বাইরে ছিলেন এবং নেশা করেছিলেন বলে তাঁরা জানতে পারেন। এরপর নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে গোবিন্দ একাধিক আবেগঘন মন্তব্য করেন। সেখানে বিজেপির প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি নিজের জীবন ও পরিচয় নিয়ে বেশ কিছু অস্বাভাবিক মন্তব্য করেন তিনি। সেই পোস্টই এখন পরিবারের সদস্যদের ভাবিয়ে তুলেছে। কেন তিনি এমন পোস্ট করেছিলেন, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে স্থানীয় বিজেপি যুব মোর্চার ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি কমল দাসকেও ফোন ও এসএমএস করেছিলেন গোবিন্দ। কিন্তু রাত অনেক হয়ে যাওয়ায় সেই সময় ফোন ও মেসেজ দেখতে পাননি কমলবাবু। বুধবার সকালে গোবিন্দের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তিনিও কার্যত হতবাক হয়ে যান। এদিন সকালে রেললাইনের পাশ থেকে গোবিন্দের মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা জিআরপি। পরে পুলিশ দেহটি কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের ভাই কালনা হাসপাতালে দাঁড়িয়ে জানান, বাড়িতে কোনও অশান্তি ছিল না। দাদা কেন এমন আবেগঘন পোস্ট করেছিলেন বা কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা তাঁরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। বিশেষ করে মৃত্যুর আগের রাতে তাঁর আচরণ এবং করা ফোন-মেসেজই পরিবারের কাছে এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপি কর্মীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকাতেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সেই বিষয়ে এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের তদন্তের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

মুর্শিদাবাদবাসীকে দেওয়া কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১২ আগস্ট ঃ গত জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার মুর্শিদাবাদ জেলা সফরে এসে জেলাবাসীকে শুভেন্দু অধিকারী যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন তা রাখতে চলেছেন তিনি। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললেই খুব শীঘ্রই মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নারকেলবেড়ি এবং গড়দুয়ারা ঘাটকে সংযুক্ত করে ভাগীরথী নদীর উপর তৈরি হতে চলেছে নতুন একটি ব্রিজ। এই ব্রিজ তৈরি হলে সুবিধা হবে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার-২ ব্লকের হাজার হাজার মানুষের নৌকা করে ভাগীরথী নদী পার করে বিভিন্ন গ্রামে যাওয়ার সমস্যা মিটবে। গত ১০ জুলাই রেজিনগরের মাটিতে একটি জনসভা করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একদিকে যেমন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে তাঁর ঘৃনা-ভাষণের জন্য কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন অন্যদিকে রেজিনগরের উন্নয়নের জন্য তাঁর একাধিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রসঙ্গত, এ বছরের বিধানসভা নির্বাচনে নওদা এবং রেজিনগর -দু'টো বিধানসভা আসনেই 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে জয়ী হয়েছেন হুমায়ুন কবীর। যদিও হুমায়ুন ইতিমধ্যেই রেজিনগরের বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তাঁর ছেড়ে আসা আসনে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই উপনির্বাচন আসন্ন। হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেছেন আসন্ন উপনির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে ওই আসনে এবার তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদ রবিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত রেজিনগর আসনটি জিতে গোটা দেশের মানুষের কাছে বিজেপি প্রমাণ করতে বদ্ধ পরিকর তারা আর সংখ্যালঘু সম্পদের মানুষের কাছে

'অচ্ছুৎ' নয়। তাই বিজেপির তরফ থেকে আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। রেজিনগরের বাসিন্দাদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ে জানার জন্য ইতিমধ্যেই বিজেপির মন্ডল কমিটি সহ একাধিক কমিটি কাজ শুরু করেছে। বিজেপি সূত্রের খবর , রেজিনগরের বাসিন্দাদের বিভিন্ন দাবিগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে এলাকায় একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবি। সাধারণ মানুষের এই মনোভাবের কথা জানতে পেরে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দ্রুত সেখানে একটি ব্রিজ নির্মাণের কাজে হাত দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বুধবার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রেজিনগরের তোকিপুর ময়দানের জনসভা থেকে জানিয়েছিলেন সেখানকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নদী ঘাটের মধ্যে কমপক্ষে একটি ঘাটে ভাগীরথী নদীর উপর ব্রিজ তৈরি হবে। একই সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন রেজিনগরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি কলেজ এবং শিল্পতালুকে শিল্প সহ অত্যাধুনিক একটি হাসপাতাল তৈরি হবে। এছাড়া আরও কিছু দাবি সাধারণ মানুষ এবং দলের তরফ থেকে রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জানানো হয়েছে। মলয় মহাজন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক নবান্নের সরকারি নির্দেশিকা মেনে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক মহাজনের রেজিনগরের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারদের দল পাঠিয়েছিলেন। ওই প্রতিনিধি দল রেজিনগরের নারকেলবেড়ি এবং গড়দুয়ারা ঘাটের মধ্যে ভাগীরথী নদীর উপর একটি ব্রিজ তৈরির বিষয়ে প্রাথমিক পরিকাঠামোগত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। ওই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন দলটি গতকালই তাঁদের রিপোর্ট প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে জমা করেছেন। বিজেপি সূত্রের খবর, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে খুব দ্রুত 'ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট' তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। তা অনুমোদন পেলে রেজিনগরের নারকেলবেড়ি এবং গড়দুয়ারা ঘাটের মধ্যে নতুন একটি ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। অন্যদিকে বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পদ থেকে হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদের অপসারণের বিষয়েও আজ মুখ খোলেন মলয় মহাজন। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন অভিযোগ থাকায় বেলডাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা মঙ্গলবার হুমায়ুন পুত্রকে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের পর থেকে অপসারণ করেছেন। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, আমরা সকলেই জানি ইতিমধ্যেই 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করে দিয়েছেন তাঁর ছেলে আসন্ন উপ নির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তবে একটি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে যদি কাউকে অন্য একটি পদ থেকে অপসারিত হতে হয় তাহলে তাঁকে প্রকাশ্যে এর কারণ জানাতে হবে। পাশাপাশি মলয় মহাজন দাবি করেন, রেজিনগরের বিভিন্ন পঞ্চায়েত তৃণমূলের যে সমস্ত সদস্য দলীয় টিকিটে জিতে 'আমি জনতা উন্নয়ন পার্টি' দলে যোগদান করেছেন নৈতিকতার কারণে তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা অনুপ খাঁড়া ও কিরণ ওঝা, ১৭১১/২৬, ৬৮০২/২৪ (এ.ডি.এস. আর ডোমজুড়) কোবালা দলিল মূলে সত্তয় দাস আমমোক্তারনামা ১৯৫৮/ ২৩ হাওড়া আমমোক্তারনামা দলিল মূলে উত্তর ঝাঁপড়দহ মৌজায় হালদাগ নং-১২১৬, ১০ শতক জমি ক্রয় করেছি এবং নাম খারিজ জন্য আবেদন জমা করেছি। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এনড.এল. এর.ও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী প্রবীর বৈদ্য, পিতা-কাশীনাথ বৈদ্য সাং-দক্ষিনবাড়ী, ডোমজুড়, হাওড়া। দক্ষিনবাড়ী মৌজায় পঙ্কজ মালাকার থেকে পরিতোষ রায় জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন, যাহার হাল দাগ ১১৪ যাহার আমমোক্তার নং-২৩৩৩/২৬, যাহার দলিল নং-২৯৪৮/২৬ বর্তমানে আমি নাম খারিজের জন্য আবেদন জমা করেছি। উক্ত দাতাগনের যদি কোনরুপ আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমানসহ বি.এল. এন্ড.এল. আর.ও ডোমজুড় অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

এটিএম কার্ড জালিয়াতি চক্রের পর্দাফাঁস, যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ আগস্ট ঃ এটিএম বুথে টাকা তোলার সময় সাহায্যের নামে কৌশলে কার্ড বদলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া এক আন্ত ঃজেলা জালিয়াত চক্রের পর্দাফাঁস করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে জগন্নাথ ঘড়ামি নামে এক যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ১৯টি নকল এটিএম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ এই চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। বুধবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। জানা গেছে, এই দুষ্কৃতী চক্রটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করত। প্রথমে দুষ্কৃতীরা এটিএম মেশিনের কি-প্যাডের নির্দিষ্ট কিছু বোতাম (যেমন শূন্য) অকেজো বা জ্যাম করে রাখত, যাতে টাকা তুলতে আসা গ্রাহকেরা সমস্যায় পড়েন। ঠিক সেই সময় সাহায্য করার অজুহাতে চক্রের সদস্যরা এটিএম কাউন্টারে প্রবেশ করত এবং কথাবার্তায় গ্রাহকের মনোযোগ ঘুরিয়ে দিত। এরপরই আসল এটিএম কার্ডটি হাতিয়ে নিয়ে তার জায়গায় একটি ভুয়ো বা অন্য কার্ড গ্রাহকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হতো। ঘটনার সূত্রপাত হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার মুখতার হোসেনের সঙ্গে ঘটা একটি প্রতারণাকে কেন্দ্র করে। মেডিক্যাল কলেজ গেটের কাছে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম-এ টাকা তুলতে গিয়েছিলেন তিনি। এটিএম মেশিনের 'জিরো' (০) বোতামটি কাজ না করায় অভিযুক্ত সাহায্য করার বাহানায় তাঁর সঙ্গে কথা বলে এবং কৌশলে আসল কার্ডটি বদলে নেয়। কিছুক্ষণ পর মুখতার হোসেনের মোবাইলে অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ২৬ হাজার টাকা তুলে নেওয়ার বার্তা আসে। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তিনি হাতের কার্ডটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন এটি তাঁর আসল কার্ড নয়।

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

SNISB (off-line) No. : **27/EE/PWD/HD of 2026-2027** by Executive Engineer, Howrah Division, PWD.
Name of work : Emergent restoration of road collapsed due to subsidence to soil caused by damaged brick swear line of HMC near Pilkana on GT Road (as per annexure).
Bid Submission Date : **13.08.2026** at **10:00 A.M.**
Details will be available from the website : **https://wbpwd.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

কাটিহার মণ্ডলের অধীনে রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলের অধীনে রায়গঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. পার্কিং-আরজিজে-২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-আরজিজে -এমএক্স- ১৮৭-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের রায়গঞ্জে তিন বছরের জন্য দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত ও চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৮-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.৩০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। **টোকাঃ** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

সিএসটিই/প্রজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে যে ওপেন টেন্ডার খোলার নির্ধারিত তারিখ ০১.০৯.২০২৬ দুপুর ৩টা সেটির প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার ব্লু ও ইয়েলো লাইনের জন্য টেলিকম সরঞ্জামের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সহ ট্রেন অ্যারাইভাল কাউন্টডাউন টাইমার সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সক্রিয়করণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮৫,৪৬,০৬৫.১৪ টাকা। **বায়না মূল্যঃ** ১,৭০,৯০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৬ মাস। ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারটি দেখা যাবে। টেন্ডারদাতা/বিডারদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং তাদের আইআরইপিএস পোর্টালে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রিকৃত টেন্ডারদাতা/বিডাররাই ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করতে হবে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এস অ্যান্ড টি/ওয়ার্ক_২৪-২০২৬
আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **41/W-2/APDJ,** তারিখঃ **10-08-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ 15-AP-I-2026। কাজের নামঃ** শ্রীরামপুর (আসাম)-নিউ বানেশ্বর-শ্রীরামপুর (আসাম)- এসএসই/ওয়াকর্স/নিউ আলিপুরদুয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে ব্যক্তিগতভাবে ২০৪ কোয়ার্টার-এর জন্য জল ট্যাঙ্কের স্টেজিং-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৫৪,৩৯,৩৭৫.২৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,০৮,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ০১-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **EL_TRD_10_26-27;** তারিখঃ **07-08-2026;** (বিড নং.ঃ **EL_TRD_10_26-27**)। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** মেকানিক্যাল কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজঃ "এমইএমইউ স্টক-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিলিগুড়ি জংশনে ডেমু শেডের সম্প্রসারণ"। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩৩,৬৬,৪২৯.৭০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬৭,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **EL-RNY-TRD-08-2026-27, তারিখঃ 10-08-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ** EL-RNY-TRD-08-2026-27; **কাজের নাম ঃ** রঙিয়া ডিভিশনেঃ এলসি গেট নং.ঃ- এনএন-১৯০, এনএন-১৯৮, এনএন ২০১, এনএন ২১২, এনএন ২৬৩ এবং এনএন ২৬৫-এর ইন্টারলকিং সাথে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৭০,২৭,৫১৭.৭৯ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ১,৪০,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অবশিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজের সম্পাদন

টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/আরই/এমএলজি/০২/২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেণ্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার নং. ইএলসি-আরই-এমএলজি-০৪-২৫-২৬-আরটি২। কাজের নামঃ** ১৩২ কেভি ট্র্যান্সমিশন লাইন এবং বেবেজিয়া, বকো, গোয়ালপারার ট্র্যান্সমিশন লাইনের ১৩২ কেভি সুইচ য়ার্ডের অবশিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজের সম্পাদন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫,৭০,৮২,৭০৪.৪৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১১,৪১,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০৮-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবে- ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিইই/সিওএন/লামডিং, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, Water Supply/BPS, KMC** invites e-tender online in two-bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/BAGMARI/11/2026-27
Name of the work: **Repairing of 20 HP and 10 HP dewatering submersible pump along with star delta starter under Bagmari BPS.** Estimated Amount: ₹ **1,87,011.00.** Earnest Money: ₹ **3,750.00.** Period of completion : **25 Days.** Last date and time of submission of bid: **25.08.2026 up to 2 p.m.** For detailed information please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E.(M)/(S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate in two-bid system for the following work:
NIT No. : KMC/GRBU/SO-8/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Contractual arrangement for cleaning of screen for five months at Padirhati DPS under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **1,97,314.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **152 Days.** Last date and time of submission of bid: **24.08.2026 at 12 Noon.** The Bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 at 5 p.m.** from website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E.(C)/ SWM-I, KMC** invites e-tender percentage rate basis two-bid systems for the following works:
(1) Tender/NIT Ref. No. : KMC/SWM-I/IMR/BR-4/26-27
Name of work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different ghats of River Hooghly within the jurisdiction of Borough-IV of KMC for the year 2026.** Estimated Amount: ₹ **1,31,782.20.** Earnest Money Deposit : ₹ **2,700.00.** Time of completion : **27 Days.**
(2) Tender/NIT Ref. No. : KMC/SWM-I/IMR/BR-71316/26-27
Name of work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different ponds within the jurisdiction of Borough-VII, XIII & XVI of KMC for the year 2026.** Estimated Amount: ₹ **1,94,994.80.** Earnest Money Deposit : ₹ **4,000.00.** Time of completion : **27 Days.** Last date and time of submission of bid (Online) : **01.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). Tender (Technical Proposal) will be opened on **03.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The Bid forms and other details are available on and from **17.08.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The Website **https://wbtenders.gov.in** & **www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **D.G. (SWM), KMC** invites e-tender percentage rate basis two-bid systems for the following works:
(1) Tender/NIT Ref. No. : KMC/SWM-I/IMR/BR-9/26-27
Name of work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different Ghats of River Hooghly within the jurisdiction of Borough-IX of KMC for the year 2026.** Estimated Amount: ₹ **4,39,274.00.** Earnest Money Deposit : ₹ **8,800.00.** Time of completion : **27 Days.**
(2) Tender/NIT Ref. No. : KMC/SWM-I/IMR/BR-15/26-27
Name of work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different Ghats of River Hooghly within the jurisdiction of Borough-XV of KMC for the year 2026.** Estimated Amount: ₹ **3,29,455.50.** Earnest Money Deposit : ₹ **6,600.00.** Time of completion : **27 Days.**
(3) Tender/NIT Ref. No. : KMC/SWM-I/IMR/BR-12/26-27
Name of work: **Engagement of manpower for removal of immersion waste during Durga Puja and other puja festivals from different ponds within the jurisdiction of Borough-XII of KMC for the year 2026.** Estimated Amount: ₹ **3,51,954.90.** Earnest Money Deposit : ₹ **7,100.00.** Time of completion : **27 Days.** Last date and time of submission of bid (Online) : **01.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). Tender (Technical Proposal) will be opened on **03.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The Bid forms and other details are available on and from **17.08.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The Website **https://wbtenders.gov.in** & **www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two-bid system for the following work:
NIT No. : S_D/SOUTH-IX/PGO/LS-10
Name of work: **Deployment of labour for operation of Penstock Gate beside Boat Canal (opposite to LS-10) under Br.-IX.** Estimated Cost (including CESS): ₹ **2,07,179.28.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of completion : **105 Days.** Bid submission start date (Online): **14.08.2026 at 2 p.m.** Last Date and Time of submission of Bid (Online): **21.08.2026 upto 2 p.m.** The bid documents and other details will be available on and from **14.08.2026** in the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Dy. Ch. Engineer(M)/EWS, KMC** invites e-tender online two-bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EWS/ELEC/RA/09/2026-27
Name of the work: **Improvement of lighting protection system by installing lighting arrester at fabrication shop-1 of EWS.** Estimated Cost: ₹ **2,38,293.34.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Period of completion : **15 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid (online): **22.08.2026 (1 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **11.08.2026 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General M/(Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two-bid system for following work:
(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/OM/MD-1/26-27
Name of works: **Annual maintenance and emergency breakdown service of indoor and outdoor lighting system and allied electrical works at Asphaltum Department Palmer Bazar.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **1,92,823.14.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/MR/E-01/26-27
Name of works: **Annual maintenance and overhauling of H.T. and L.T.Breakers, protective relays, transformer and APFC unit at Asphaltum Department at Palmer Bazar.** Estimated Amount (including GST & CESS): ₹ **1,99,114.13.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of completion : **365 Days.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid submission starting date and time: **14.08.2026 from 5 p.m.**(for Sl. No. 1 & 2). Last date and Time of submission of Bid: **25.08.2026 upto 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date for technical proposal **27.08.2026 at 11 a.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **14.08.2026 after 5 p.m.**(for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two-bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE_PS/V/45/MILNM/26-27 (1st Call)
Name of work: **Painting of boundary wall and replace of damage plants and other allied works at Millenium Park (1&2) in Ward No. 45, Br.-V.** Estimated Cost: ₹ **2,98,212.64.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **22.08.2026 1 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **25.08.2026 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2026 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (340/26-27)

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 140 — Tender Notice Date: 12/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 140/8/2026-2027** dated 12/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).
Last date of E-Submission: 29/8/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 141 — Tender Notice Date: 12/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 141/8/2026-2027** dated 12/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).
Last date of E-Submission: 29/8/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 142 — Tender Notice Date: 12/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 142/8/2026-2027** dated 12/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).
Last date of E-Submission: 29/8/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 143 — Tender Notice Date: 12/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 143/8/2026-2027** dated 12/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 1PM).
Last date of E-Submission: 29/8/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 139 — Tender Notice Date: 12/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 139/8/2026-2027** dated 12/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/08/2026, 12 Noon).
Last date of E-Submission: 29/8/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officer
South Dum Dum Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৭৭৩, তারিখঃ ১১.০৮.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম ভবন, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্রম নং.ঃ ১; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৬৮; কাজের নামঃ** ১) এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৭/এ/৬-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ২) এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৭/এ/১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ৩) এইএন/নবদ্বীপধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ১৮-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ৪) এইএন/কাটোয়া-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২১/১/সি/ই (এমএল)-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। ৫) এইএন/আজিমগঞ্জ-এর অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৬/১/১(ই)-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ; **টেন্ডারের মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ৪৬,২৮,০৭০.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা)ঃ** ₹ ৯২,৬০০.০০; **ক্রম নং.ঃ ২; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩২২-আর; কাজের নামঃ** এইএন/বর্ধমান-এর অধীনে ভাতার (২), বলগোনা (২), কর্জানা (১) ও চাঁচাই (১); সর্বমোট ৬টি স্থানে প্ল্যাটফর্ম শেড নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক কাজ সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ১১,৬৮,১৩৪.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা)ঃ** ₹২৩,৪০০.০০; **ক্রম নং.ঃ ৩; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৩২-আর২; কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনের বর্ধমান - বলগোনা শাখার ২/১৩-১৪ কিমি-তে লেভেল ক্রসিং নং ১/সি/ই-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে) নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ১০,৭১,০০২.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা)ঃ** ₹ ২১,৪০০.০০; **ক্রম নং.ঃ ৪; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৬১; কাজের নামঃ** হাওড়া রেল সদনে টাইপ-V কোয়ার্টারের ১২টি ইউনিট নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ১,০৯,১৬,২৯৩.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা)ঃ** ₹ ২,১৮,৩০০.০০; **ক্রম নং.ঃ ৫; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৭০; কাজের নামঃ** এইএন/এইচকিউ/হাওড়া-এর অধীনস্থ সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সে ৩০০ মিমি x ২০০ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ খননের ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ২,৩৪,৬৭৩.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা)ঃ** ₹ ৪,৭০০.০০; **ক্রম নং.ঃ ৬; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২০-আর; কাজের নামঃ** এসএসই/জি/কাটোয়া এবং এসএসই/জি/রামপুরহাটের এখতিয়ারভুক্ত বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, সুইচ রুম এবং এর সাথে সম্পর্কিত এইচটি/এলটি সুইচগিয়ার প্যানেল, কেবল, ট্রান্সফরমার, আর্থিং ও অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রীর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। **টেন্ডারের মূল্য (টাকা)ঃ** ₹ ৮৭,২৪,৫৪০.০০; **বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা) (টাকা)ঃ** ₹ ১,৭৪,৫০০.০০; **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য ১৮০ দিন। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ক্রম নং. ১ থেকে ৬ প্রতিটির জন্য ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ /ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, টেন্ডারটি জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে যেকোনো সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-269/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 332/PWD/ROAD/BMC, Dated : 12/08/2026
(ii) NIT No. 333/PWD/ROAD/BMC, Dated : 12/08/2026

e-Tender has been invited for (i) and (ii) Construction of Concrete road and drain with cover slab at different locations Under BMC.
For details, please follow **[Tender Id (i) 2026_MAD_1037734_1 (ii) 2026_MAD_1037735_1 to 5]** in **www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board.
Last Date of Bid Submission :
(i) 29/08/2026 upto 3.00 p.m.
(ii) 20/08/2026 upto 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

Tender Reference No. 2282/BDO, Tender ID - 2026_ZPHD_5018433_1.
Bid Submission Start Date: **12-Aug-2026 09:00 AM.**
Bid Submission end Date: **20-Aug-2026 02:00 PM.**
Bid Opening Date: **22-Aug-2026 02:00 PM.** For details visit website **https://Tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Jangipara Development Block

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e -Quotation for the work of Carrying out Falling Weight Deflectometer (FWD) test and other necessary field works & calculations, Structural evaluation of Pavement by cutting pit with photograph (and filling of the excavated pit), Conducting traffic census for a continuous period of 7 days (7 x 24 hrs.), Axle Load Survey in connection with "Strengthening and widening of Burdwan to Arambagh Road from 32.20 kmp to 41.46 kmp" unde Hooghly Construction Sub-Division-I, PWD under Hooghly Construction Division, PWD during the year 2026-2027.
NIEQ No. : WBPWD/EE/HCD/NIQ 09/2026-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5018500_1.
Bid submission start date (online): **13.08.2026 from 11:00 AM)**
Bid submission closing date (online): **27.08.2026 up to 2:00 PM**
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in
Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাংক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।
ঋণ বা আর্থিক সুবিধা প্রদানের শর্তানুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধে ঋণগ্রহীতারা ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায়, নিচে উল্লিখিত ঋণ বা আর্থিক সুবিধার হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি বা এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ এবং ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ প্রদান করেছে এর মধ্যে নিচে উল্লিখিত তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধকীকৃত সম্পদ বা জামানত বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা প্রদান করে। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি করার অধিকার রাখবে। ঋণগ্রহীতারা বকেয়া অর্থ পরিশোধে অবহেলা ও ব্যর্থ হয়েছেন তাই ঋণ চুক্তির আওতায় 'প্লেজি' বা জামানত গ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের কাছে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে **২০ আগস্ট ২০২৬** বা তার পরবর্তী সময়ে বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি বা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ১৭৬ ধারা অনুযায়ী এই বিজ্ঞপ্তিটিকে বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধকীকৃত সম্পদের মূল্য আরও কমে যায় এবং এর ফলে মার্জিন বা জামানতের প্রয়োজনীয়তায় ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনায় কোনো প্রকার বাড়তি নোটিশ ছাড়াই ১ (এক) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিতে পারবে। বন্ধকীকৃত সম্পদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয়ের পরেও যদি কোনো বকেয়া অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX০০১৯	দীপক বিশ্বাস	১.৯৬,২৮৬.৯২	১০-০৮-২০২৬
২	XXXXXXXXXX১৪১৭	সমরেশ দাস	২,৩৯,১৬৬.৪৩	১১-০৮-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX৩০৯২	সালুনি বিহানি	৩,৯৯,৪০৩.৪৩	১১-০৮-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX৯০৪৫	উস্মিতা পাত্র	২,১২০.০০	১১-০৮-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX০১৯৮	কল্যাণ চক্রবর্তী	৮,০১,৫৪২.৭৬	১১-০৮-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX৭২০০	অঙ্কিত কুমার সিং	৩,২১,১৯৩.১৪	১৩-০৮-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৮,৮৮০.১৫	১০-০৮-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৩৭৪.৪৬	১০-০৮-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯৫,০২১.৯৬	১৩-০৮-২০২৬
১০	স্XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,১৮,৩৯৬.৬১	১৩-০৮-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৫৯০৫	বাসু আগরওয়াল	৩,৭১,১৯০.৭৩	১৩-০৮-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৭২৯২	কেতকী রায়	৩,৯৯,৫৯৬.৯৪	১১-০৮-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX৩৮৩০	রতন বিশ্বাস	৪৭,৯০৮.৩২	১৩-০৮-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৯৩১৯	তুষার ভান্ডারী	৪,৪৯,৪৪৯.০৭	১১-০৮-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৪৯,৯৭৪.১৮	১১-০৮-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX৪০৫০	পৃথিবী ভূষণ সেন	৬,৬৪,২৫২.৪৩	০৪-০৭-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX৩৬২২	সুপর্ণ চক্রবর্তী	৯১,৮৩১.০০	১১-০৮-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯২,১৯০.৮১	১০-০৮-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৪৭২২	সেখ মতিউর রহমান	৩৫,৫৯৩.০০	০৭-০৭-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX০৬৫১	সিমা মিত্র	৮,০১,৬০৫.৫৭	১১-০৮-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX১৫০০	শিঞ্চানি মিত্র	৮,০৫,৭২৩.০০	১১-০৮-২০২৬

তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৬ । স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড

INCRED FINANCIAL SERVICES LIMITED
(Formerly known as KKR Financial Services Ltd.)
InCred finance

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ইউনিট নং ১২০৩, ১২তম তলা, বি উইং, দ্য ক্যাপিটাল, প্লট নং সি-৭০, জি ব্লক, বান্দ্রা-কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বাই - ৪০০ ০৫১

দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি (সংযুক্তি-৪, বিধি ৮(১)) - স্থাবর সম্পত্তির প্রত্যক্ষ দখল গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি - সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 'ইনক্রেড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড' (পূর্বনাম 'কেকেআর ইন্ডিয়া ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড')-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (SARFAESI Act)-এর ধারা ১৩(২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে **১২.০২.২০২৫ তারিখে** একটি দাবি-সংবলিত নোটিশ জারি করেছিলেন। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নং **LXMUM20219-200575286**-এর প্রেক্ষিতে আবেদনকারী **কৌস্তুভ কালীচরণ ব্যানার্জি এবং সহ-আবেদনকারী শিপরা ব্যানার্জি, কালী চরণ ও সুভাশিষ গাঙ্গুলিকে** নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তাঁরা **১২.০২.২০২৫ তারিখ** পর্যন্ত বকেয়া **৬৯,৯১,১১১ /- টাকা (উনসত্তর লক্ষ একানব্বই হাজার একশ এগারো টাকা মাত্র)** নোটিশ প্রাপ্তির **৬০ দিনের** মধ্যে পরিশোধ করেন। যেহেতু উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা ও অন্যান্য ব্যক্তি এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আলিপুরের মাননীয় অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ... এর বিবিধ মামলা নং ৪৮৩/২০২৫ (Misc. Case No. 483/2025)-এর ... নিযুক্ত কমিশনার (Bailiff) **১১.০৮.২০২৬ তারিখে** নিচে বর্ণিত জামানতকৃত সম্পত্তির ... অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে হস্তান্তর করেছেন। এছাড়া, বকেয়া পাওনা আদায়ের ... প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সর্বসাধারণকে সতর্ক করা যাচ্ছে যে, এই ... সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও ... 'ইনক্রেড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড' কর্তৃক নিলাম কার্যক্রম শুরু হলে তাতে ...

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তি- ... ফ্ল্যাট নং ৫, ... 'সুপার বিল্ড-আপ' আয়তন ... এরিয়া সহ ...

স্থানঃ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৬ — স্বাক্ষরিত /- অনুমোদিত কর্মকর্তা, ইনক্রেড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে

চিনকে কড়া বার্তা ভারতের

অরুণাচলের ২৭ স্থানের নামকরণ, সীমান্ত পরিস্থিতির প্রভাব পড়বে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ অরুণাচল প্রদেশের ২৭টি স্থান ও ভূ-বৈশিষ্ট্যকে ভারতীয় মানচিত্রে সরকারি ভাবে চিহ্নিত করার নয়াদিল্লির সিদ্ধান্ত নিয়ে চিনের আপত্তি খারিজ করে দিল ভারত। মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নামকরণ বা মানচিত্র প্রকাশের মতো কোনও পদক্ষেপই এই বাস্তবতা বদলাতে পারবে না। একইসঙ্গে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিষয়টি ভারত-চিনের বৃহত্তর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে বার্তা দিয়েছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের ২৭টি স্থান ও বিভিন্ন ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে তাদের সরকারি বা প্রচলিত নামে ভারতের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্র। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির পরিচয় স্পষ্ট করা এবং প্রশাসনিক ও জনসচেতনতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাম ব্যবহারের বিষয়টি জোরদার করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগটি ভারতের ভূখণ্ডগত দাবির পাশাপাশি অরুণাচলের বিভিন্ন এলাকার নাম নিয়ে চিনের ধারাবাহিক পদক্ষেপেরও পালটা জবাব হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে মানচিত্র সংক্রান্ত এই কাজ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সরকারি প্রক্রিয়া মেনে ২৭টি স্থান ও ভূ-বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শুধু মানচিত্রে নাম সংযোজন নয় সংশ্লিষ্ট স্থানগুলির সরকারি স্বীকৃতি সহজ করা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সেগুলি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করাও এর অন্যতম লক্ষ্য।

নয়াদিল্লির এই পদক্ষেপে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে বেজিং। চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন দাবি করেন, চিন অরুণাচল প্রদেশকে স্বীকৃতি দেয় না এবং ভারতের এই পদক্ষেপকে ‘ বলে অভিহিত করেন। বেজিং দীর্ঘদিন ধরেই অরুণাচলকে দক্ষিণ তিব্বতের অংশ হিসেবে দাবি করে আসছে। চিনের সরকারি অবস্থান অনুযায়ী, এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গার নাম নির্ধারণ বা পরিবর্তন করা তাদের সার্বভৌম অধিকারের আওতাভুক্ত। চিনের এই বক্তব্যের জবাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ফের নয়াদিল্লির অবস্থান স্পষ্ট করেন। তাঁর বক্তব্যের সারকথা, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই বাস্তবতা কোনও ধরনের ‘ বা দাবি দিয়ে বদলানো সম্ভব নয়। ভারত আগেও চিনের একই ধরনের উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে, কোনও জায়গার নাম পরিবর্তন করলেই তার ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক অবস্থান বদলে যায় না। অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চিনের নামকরণের উদ্যোগ অবশ্য নতুন নয়। ২০১৭ সাল থেকে একাধিক দফায় বেজিং এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানকে চিনা নামে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। ২০১৭ সালে ছয়টি স্থান, ২০২১ সালে ১৫টি এবং ২০২৩ সালে আরও ১১টি স্থানের নাম পরিবর্তন করা হয়। এরপর ২০২৪ সালে আরও ৩০টি স্থানের নাম প্রকাশ করে চিন। সেই তালিকায় আবাসিক এলাকা, পাহাড়, নদী, হ্রদ, গিরিপথ এবং উপত্যকাও ছিল। ভারত প্রতিবারই এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ২০২৫ সালেও চিন অরুণাচল প্রদেশের ২৭টি জায়গার জন্য নতুন চিনা নাম ঘোষণা করেছিল। সেই তালিকায় ১৫টি পাহাড়, চারটি গিরিপথ, দুটি নদী, একটি হ্রদ এবং পাঁচটি বসতিপূর্ণ এলাকা ছিল। ভারত তখনও এই নামকরণকে ‘অর্থহীন ও ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এদিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে নামকরণকে ঘিরে ভারত-চিনের কূটনৈতিক টানাপোড়েনের পাশাপাশি সীমান্ত পরিস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নয়াদিল্লির বার্তা, সীমান্তে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার বিষয়টি দুই দেশের সামগ্রিক সম্পর্কের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। ফলে অরুণাচল নিয়ে মানচিত্র ও নামের লড়াই নিছক প্রতীকী বিষয় নয় এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দুই প্রতিবেশী দেশের দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ, সার্বভৌমত্বের দাবি এবং বৃহত্তর কূটনৈতিক সম্পর্ক। ভারতের অবস্থান তাই স্পষ্ট-অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চিনের দাবি বা বিভিন্ন স্থানের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগকে কোনও ভাবেই গ্রহণ করা হবে না। সরকারি মানচিত্রে ২৭টি স্থানকে ভারতীয় নামে চিহ্নিত করার মাধ্যমে নয়াদিল্লি সেই অবস্থানকেই আরও একবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সামনে আনল। অন্যদিকে, বেজিংয়ের পালটা আপত্তি দেখাচ্ছে যে অরুণাচলকে ঘিরে দুই দেশের ভূ-রাজনৈতিক মতপার্থক্য এখনও পুরোপুরি মেটেনি।

‘দ্রুত পথ নয়, সঠিক পথ বেছে নাও’, তরুণ প্রজন্মকে মোদির সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট ঃ বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ছোট ভিডিওর জনপ্রিয়তা তরুণ প্রজন্মের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। তবে বিনোদনের পাশাপাশি এই প্রবণতা কখনও কখনও ঝুঁকিপূর্ণ আচরণকেও উসাহিত করছে। বুধবার এক অনুষ্ঠানে সেই বিষয়টিকেই সামনে রেখে তরুণ প্রজন্মকে সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বার্তা, জীবনে সাফল্য পাওয়ার জন্য সহজ বা দ্রুত রাস্তা বেছে নেওয়ার প্রবণতা বিপজ্জনক হতে পারে। বরং ধৈর্য ধরে সঠিক পথ অনুসরণ করাই দীর্ঘমেয়াদে সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জীবনে কখনও শর্টকাট নেওয়া উচিত নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনোর চেষ্টা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রেললাইন পার হওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ প্রবণতার কথাও। অনেক যাত্রী ফুটওভার ব্রিজ বা নির্ধারিত পথ ব্যবহার না করে সরাসরি রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের যুক্তি থাকে, এতে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনো সম্ভব। কিন্তু এই ধরনের তাড়াহুড়ো কখনও কখনও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। এই উদাহরণকে জীবনের সঙ্গে তুলনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্রুত ফল পাওয়ার আশায় ভুল পথ বেছে নেওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, জীবনের ক্ষেত্রেও শর্টকাট সবসময় সাফল্যের পথ দেখায় না। বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই শর্টকাটই মানুষের জীবনে বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই তরুণদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, সাময়িক সুবিধার পরিবর্তে এমন পথ বেছে নিতে হবে, যা ভবিষ্যকে আরও অর্থবহ এবং নিরাপদ করে তুলবে। সামাজিক মাধ্যমে রিল বা ছোট ভিডিও তৈরির প্রবণতার কথাও এদিন উঠে আসে। বর্তমানে বহু তরুণ-তরুণী জনপ্রিয় হওয়ার আশায় বিভিন্ন ধরনের ভিডিও তৈরি করেন। অনেক সময় সেই ভিডিওকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় শুটিং, বিপজ্জনক কসরত কিংবা রাস্তায় অসতর্ক আচরণের মতো ঘটনাও দেখা যায়। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটার পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনাও সামনে এসেছে। এই প্রবণতা থেকে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তার কথাই কার্যত তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। তরুণদের তিনি আরও সতর্ক করেছেন সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন ‘ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে। তাঁর মতে, প্রত্যেক জনপ্রিয় ব্যক্তিই যে সঠিক দিশা দেখাবেন, এমনটা নয়। ফলে শুধুমাত্র কোনও ব্যক্তির জনপ্রিয়তা বা বিপুল সংখ্যক অনুসারী রয়েছে বলেই তাঁর বক্তব্যকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনটা ভালো এবং কোনটা ক্ষতিকর, তা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বুধবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের আত্মজীবনী ‘ট্রায়াম্ফ অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিপাবলিক, মাই লাইফ, মাই স্ট্রাগলস’ প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার উপরেও জোর দেন তিনি। মোদির বক্তব্য, কোনও ব্যক্তির আত্মজীবনী পড়লে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানা যায় না, সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও ধারণা তৈরি হয়। একজন মানুষের জীবনের সংগ্রাম, সাফল্য, ব্যর্থতা এবং অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক কিছু শিখতে পারে। তাই তরুণদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। বিশেষ করে নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষা এবং প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত বিতর্কের সময় তরুণদের উদ্দেশে একাধিক বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। একাধিক ভিডিও বার্তায় পড়ুয়াদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

মমতার আমলের সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করল হাইকোর্ট

১-র পাতার পর- হাইকোর্ট নতুন ৬৬টি সম্প্রদায়ের ওবিসি অন্তর্ভুক্তি বাতিল করে দেয়। এরপরে তৎকালীন তৃণমূল সরকার শ্রেণিবিন্যাস ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি তালিকার বদল করে। সুপ্রিম কোর্ট তার উপরে স্থগিতাদেশ দেয়নি। সেই মোতাবেক ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি ক্যাটাগরি তুলে দেয়। তারা ওবিসি-তে একটিই ক্যাটাগরি রাখে। অন্য দিকে, সুপ্রিম কোর্ট থেকেও মামলা তুলে নেয় রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল আমলে ইস্যু হওয়া সব সার্টিফিকেট বাতিল করল হাইকোর্ট। ২০১০-এর আগে ইস্যু হওয়া সব সার্টিফিকেট বৈধ বলে গণ্য করা হচ্ছে। তৃণমূল আমলে ওবিসি সংরক্ষণ ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছিল। তা নিয়ে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। নতুন সরকার ওবিসি তালিকা ফের ৭ শতাংশে ফিরিয়ে এনেছে। ৭৪টি সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে নতুন ওবিসি তালিকা প্রকাশ করেছে। আপাতত ৬৬টি জনজাতি এই সংরক্ষণের আওতায় রয়েছে।

তৃণমূল নেতাদের সম্পত্তির

১-র পাতার পর- বিজেপি সরকার গঠনের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই দলের অন্দরে একই ধরনের সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছে। তৃণমূল নেতা দেবু টুডুর অভিযোগ, ‘‘আমাদের বহু কর্মী এখনও ঘরছাড়া। অনেকের জমিতে চাষ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের কাছ থেকে জরিমানা চাওয়া হচ্ছে। টাকা দিতে না পারলে চাষ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অসহায় মানুষ কার কাছে যাবেন, বুঝতে পারছেন না।’’ অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা তথা গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র জানিয়েছেন, অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত কাউকেই দল রেয়াত করবে না। তাঁর কথায়, ‘‘দলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, কেউ অন্যায় কাজে যুক্ত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাঁরা এখনও তোলাবাজি করছেন বা জরিমানা আদায় করছেন, তাঁরা নিজেদের সংশোধন না করলে সমস্যায় পড়বেন। শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার সতর্ক করেছে।’’ বিজেপি সূত্রের দাবি, যাঁদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। কয়েকজনকে সাময়িকভাবে দল থেকে বরখাস্তও করা হয়েছে। নতুন করে যাঁদের নাম বিতর্কে জড়াচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। জেলা বিজেপির এক নেতার দাবি, শুধু সাংগঠনিক শাস্তিতেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকবে না। অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে অভিযুক্তদের দল থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রয়োজনে জেলে পাঠানোর পথেও হাঁটতে পারে নেতৃত্ব। তবে ব্যক্তিগত লোক লাগিয়ে সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং সেই তথ্য ব্যবহার করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। অভিযোগগুলি সত্য হলে তা নিছক দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ নয়, ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের মতো ফৌজদারি অপরাধের পর্যায়েও পড়তে পারে। এখন প্রশাসন নির্দিষ্ট অভিযোগগুলির তদন্ত করে কি না এবং বিজেপি নেতৃত্ব ঘোষিত কঠোর অবস্থান বাস্তবে প্রয়োগ করে কি না, সেটাই দেখার।

বিধানসভায় পেশ হল সংশোধনী বিল, হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়াল রাজ্য সরকার

১-র পাতার পর- বলে দাবি জানান পুর নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। এরপরই তিনি পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন। বিধানসভায় উপস্থিত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তাঁর শিবিরের উদ্দেশেই কটাক্ষ ছুড়ে দেন অগ্নিমিত্রা। মন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘আপনাদের উদ্দেশ্য বোধহয় ভাল ছিল না। ভোট হলে আপনারা হেরে যাবেন, তাই ভোটই করতে দেননি। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরতে চাইছি। আপনাদের কারণে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা পায়নি হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন।’’ রাজ্যপাল হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধন) ২০২৬ বিলটির বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে চেয়ে বিলটি দফতরে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিলটিতে তখনই রাজ্যপাল অনুমোদন দেননি। ফলে বর্তমান সরকার হাওড়ার আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আগের বিলটি ফিরিয়ে নিল। এমনটাই জানান অগ্নিমিত্রা পাল। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে এক লাফে বাড়িয়ে ২০৯টি করার প্রাথমিক প্রস্তাব ও রিপোর্টে সায় দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। অর্থাৎ কলকাতায় নতুন করে ৬৫টি ওয়ার্ড যুক্ত হতে চলেছে। পাশাপাশি হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যাও ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করা হচ্ছে।

মুম্বইয়ের ঘাটকোপারে ভয়াবহ ধস!

১-র পাতার পর- লেগেছে। ধসের পর ঘরের ভিতরের পরিস্থিতি সম্পর্কেও উদ্ধারকারীদের তথ্য দিয়েছেন তাঁরা। মুম্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গণেশ শিন্দের প্রাথমিক বক্তব্য, প্রবল বৃষ্টির জেরেই অশোক নগর এলাকায় এই ধস নেমেছে। ঘটনাস্থল থেকে প্রথমে দু’টি দেহ উদ্ধারের কথা জানানো হলেও পরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাত হয়েছে। উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। পুরসভার আধিকারিক গজানন জৈতাপকরের দাবি, বর্ষার আগে ওই এলাকার কয়েকটি বাড়িকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। এখন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজন হলে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। প্রবল বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের বিভিন্ন প্রান্তে জল জমা এবং ভূমিধসের আশঙ্কার মধ্যেই এই ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলেছে পাহাড়ি ঢাল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় গড়ে ওঠা বসতিগুলির নিরাপত্তা নিয়ে। আপাতত উদ্ধারকাজই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য। ধ্বংসস্তূপের নীচে আর কেউ আটকে রয়েছেন কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

ঢাকা-নয়াদিল্লি সম্পর্কে নতুন বার্তা

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ শেখ হাসিনাকে ঘিরে টানাপোড়েন, সীমান্ত পরিস্থিতি, অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা-একাধিক ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরেই ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অস্বস্তি রয়েছে। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও জটিল আকার নেয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনার মাধ্যমে সেই দূরত্ব কমানোর একটি নতুন উদ্যোগের ইঙ্গিত মিলেছে। সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। কূটনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠক দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হতে পারে। সোমবার ঢাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যান ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। সাক্ষাতের সময় দু’জনকে হাসিমুখে কথা বলতে এবং পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায়। বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক আংেদালনের পর শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং তাঁর দেশত্যাগের ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান করায় তাঁকে ঘিরে ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে মতপার্থক্যও ক্রমশ প্রকাশ্যে আসে। সম্প্রতি নয়াদিল্লি থেকে শেখ হাসিনার ভারচুয়াল বক্তব্য এবং দেশে ফেরার বিষয়ে তাঁর মন্তব্য বাংলাদেশে নতুন করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ফলে তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ইস্যু হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি দুই দেশের সীমান্ত পরিস্থিতিও সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি নাগরিকদের সীমান্তের ওপারে পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়ে ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সীমান্তে দুই দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং মানবিক পরিস্থিতি নিয়েও বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার বিষয়টিও ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। গত সরকারের আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও আলোচনা হয়েছিল। নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নানা পদক্ষেপের কথা জানালেও বিষয়টি এখনও পুরোপুরি নিস্পত্তি হয়নি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতেও সাম্প্রতিক সময়ে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের পাশাপাশি ভারতকে নিয়েও নতুন করে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে ঢাকা। ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্য, যোগাযোগ, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার কারণে ভারতকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করা কঠিন। এই পরিস্থিতিতেই তারেক রহমানের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের সাক্ষাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। বৈঠকের আগে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাঁর বক্তব্যে ছিল ইতিবাচক বার্তর ইঙ্গিত। তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে কথাবার্তা হলে সমস্যার সমাধানের পথ তৈরি হয় ।

রাস্তা, পানীয় জল আর নিকাশির জন্য মাস্টারপ্ল্যান’

১-র পাতার পর- তা পার্টি অফিসে বসে ঠিক করব না নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হবে।’’ পাশাপাশি রাজ্য সরকারের চালু করা ‘মুখোমুখি’ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানাচ্ছেন এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা সমাধান করছি। আগের সরকারের পোর্টালগুলিতে কেবল অভিযোগ জমাই পড়ে থাকত, কাজের কাজ কিছুই হত না।’’ অগ্নিমিত্রা পাল বিধানসভায় আশ্বাস দেন যে, হাওড়ার ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট সংস্কার, পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ এবং স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ এক মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে খুব শীঘ্রই হাওড়াবাসীকে জলযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে। এই বিল সম্পর্কে মন্ত্রী এও জানান, বর্তমান সরকার ওই এলাকার নাগরিক পরিষেবা আরও সুনিশ্চিত করতে ওয়ার্ড সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। রাজ্যপাল হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (সংশোধন) ২০২৬ বিলটির বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে চেয়ে বিলটি দফতরে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিলটিতে তখনই রাজ্যপাল অনুমোদন দেননি। ফলে বর্তমান সরকার হাওড়ার আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আগের বিলটি ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে এক লাফে বাড়িয়ে ২০৯টি করার প্রাথমিক প্রস্তাব ও রিপোর্টে সায় দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। অর্থাৎ কলকাতায় নতুন করে ৬৫টি ওয়ার্ড যুক্ত হতে চলেছে। পাশাপাশি হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যাও ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬৮ করা হচ্ছে।

NAME CHANGE

I, Mahadev Haldar (Old Name) S/O–Gangaram Haldar resident of Tantipara, Islampur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Mahadev Haldar to Mahadeb Chandra Haldar and henceforth I shall be known as (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/08/2026 . My name & Mahadev Haldar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hannan Mondal & Hannan Mandal (Old Name) S/O–Ramjan Sk resident of Saharatala , Daulatabad , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Hannan Mondal & Hannan Mandal to Seikh Hannan and henceforth I shall be known as Seikh Hannan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 07/08/2026 . My name Seikh Hannan & Hannan Mondal & Hannan Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Amjad Sarkar (Old Name) S/O–Faimuddin Sarkar resident of Dighalkandi , Herampur ,Huda Herampur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Amjad Sarkar to Sarkar Amjad Hossain and henceforth I shall be known as Sarkar Amjad Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/08/2026 . My name Sarkar Amjad Hossain & Amjad Sarkar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Jul Hossain Sekh (Old Name) S/O–Ezel Sk resident of Vill – Haripur Paschimpara , Po-Haripur, Ps-Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Jul Hossain Sekh to Jul Hossain Sheikh and henceforth I shall be known as Jul Hossain Sheikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/08/2026 . My name Jul Hossain Sheikh & Jul Hossain Sekh both are same and one identical person.

কড়া পদক্ষেপ কলকাতা হাইকোর্টের, অবমাননা নিয়ে বড় বার্তা

১-র পাতার পর- পরিস্থিতিতেও মেজাজ হারাতে পারেন আইনজীবীরা, কিন্তু আদালতের অন্দরে বিচারপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ করা অত্যন্ত অযৌক্তিক। আইনজীবী সমাজ এবং সংশ্লিষ্ট পেশার গরিমা বজায় রাখার কথা মাথায় রেখেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে আদালত। তবে এর জন্য অভিযুক্ত আইনজীবীকে বেশ কিছু কড়া শর্ত মানতে হবে বলে জানা গিয়েছে। আদালত জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সিঙ্গল বেঞ্চের সামনে গিয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। পাশাপাশি আদালতের লাইভ স্ট্রিমিং চলাকালীন বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না, এই মর্মে লিখিত ক্ষমাপ্রার্থনা ও হলফনামা বা মুচলেখা জমা দিতে হবে। আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ওই আইনজীবীর ক্ষমাপ্রার্থনা ও লিখিত অঙ্গীকার আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, তা খতিয়ে দেখার পরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ক্ষমা চাওয়ার ভিত্তিতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও, এই ঘটনা যে হাইকোর্টের ইতিহাসে নজির হয়ে থাকবে, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

জঙ্গি সন্দেহে বনগাঁয় গ্রেফতার পাক নাগরিক, রেল ও সেনার তথ্য দিত আইএসআই-কে!

১-র পাতার পর- ধৃতের নাম হামিম মণ্ডল, যিনি নিজেকে কাশ্মীরের বাসিন্দা বলে দাবি করেছিলেন। ধৃতের কাছ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভিআইপি গতিবিধি, রুট ম্যাপ ও সিকিউরিটি সিডিউল সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি পাওয়া যায়। হামিম মণ্ডল পুলওয়ামা হামলার অন্যতম মূল চক্রী সাজ্জাদ ভাটের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তার দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, বর্ধমানের ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেওয়ার আগে হামিম কলকাতার নিউটাউন এলাকার একটি ফ্ল্যাটে বেশ কিছুদিন ভাড়া ছিল। হামিম মণ্ডলের সূত্র ধরে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে গ্রেফতার হয় তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা সরকার। শাহজাদ গোষ্ঠী, আইএসআই-সহ পাকিস্তানের নানা জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে অর্পিতার সরাসরি যুক্ত থাকার প্রমাণ মেলে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ করা হত পাকিস্তান থেকে। হানি ট্র্যাপ করে নানা ব্যক্তির অপহরণের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। তবে, এখনও কোনও পর্যন্ত এটা স্পষ্ট নয় যে আদৌ কোনও এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা, ফলে সেদিকে তদন্তের গতি বাড়িয়েছে এসটিএফ। সবমিলিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপের জাল গোটাচ্ছে এসটিএফ।

সুধা অ্যাপারেলস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২/৫, শরৎ বোস রোড, ফ্ল্যাট নং. ৮এ, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০২০
সিআইএনঃ এল১৭২৯৯ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৩৩৩১ ওয়েবসাইটঃ www.sudhaapparels.com ইমেলঃ secretarial@sudhaapparels.com

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ছাড়া টাকার পরিমাণ লক্ষ-এ)

	স্বতন্ত্র				একত্রিত			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি
	৩০-০৬-২৬ অনিরীক্ষিত	৩১-০৩-২৬ নিরীক্ষিত	৩০-০৬-২৫ অনিরীক্ষিত	৩১-০৩-২৬ নিরীক্ষিত	৩০-০৬-২৬ অনিরীক্ষিত	৩১-০৩-২৬ নিরীক্ষিত	৩০-০৬-২৫ অনিরীক্ষিত	৩১-০৩-২৬ নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয়	২৭০.০৫	৫৫.৪০	৩৯.১১	১,০৪৪.৫৩	২৭৪.০৫	(১০৯.২০)	১৬২.৪৫	১,৩২৫.৪২
আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ-পূর্ববর্তী)	(১১৪.৯৭)	(৩৪২.৫১)	(১৭.২৯)	৩৩৩.১০	(১২০.৯০)	(৩৬১.১৮)	(২২.৭৬)	৩০৮.৯৬
কর-পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (অস্বাভাবিক এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(১১৪.৯৭)	(৩৪২.৫১)	(১৭.২৯)	৩৩৩.১০	(১২০.৯০)	(৩৬১.১৮)	(২২.৭৬)	৩০৮.৯৬
কর-পরবর্তী নিট মুনাফা/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(১৪৪.০৩)	(৮৯৮.৯৩)	(১৭.২৯)	(৪১৯.৮০)	(১৪৯.৯৬)	(৯১৭.৬১)	(২২.৭৬)	(৪৪৩.৯৪)
এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো এই সময়ের মুনাফা/(ক্ষতি) (কর-পরবর্তী) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী))	৫,৩২৭.০৮	(৪,৮৬৪.০৮)	১১৮.৮৩	(১৭,৬১৫.০২)	৫,৩২১.১৫	(৪,৮৮২.৭৬)	১১৩.৩৬	(১৭,৬৬৯.১৬)
পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮	৭৮.৯৮
অন্যান্য ইকুইটি				৭৬,৫৬৭.৭৯				৭৬,৫৪৩.৭৭
নিট মুনাফার ওপর শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়) - মৌলিক ও মিশ্রিত	(১৮.২৪)	(১১৩.৮২)	(২.১৯)	(৫৩.১৫)	(১৮.৯৯)	(১১৬.১৮)	(২.৮৮)	(৫৬.২১)

দ্রষ্টব্যঃ
১ কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩ এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস মেনে এই আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে।
২ উপরোক্ত তথ্যটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ মাত্র, যা এসইবিআই-এর লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে দাখিল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিকবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিবরণ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sudhaapparels.com-এ পাওয়া যাবে।

স্থানঃ গুরুগ্রাম
তারিখঃ আগস্ট ১২, ২০২৬

সুধা অ্যাপারেলস লিমিটেড
স্বা/-
যোগেশ শর্মা
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
ডিআইএন - ১০৭২৫৫৮৫

NAME CHANGE

I, Subhankar Bhattacharjee (old name) son of Sukumar Bhattacharya, residing at Narendrapalli, P.O & P.S – Chakdaha, Dist: Nadia, Pin: 741222, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Subhankar Bhattacharjee (old name) to Subhankar Bhattacharya (new name) and henceforth I shall be known as Subhankar Bhattacharya in all purpose, vide affidavit no. 106, sworn before the Ld. 1st Class A. C. J. M at Kalyani, Nadia, on 31/05/2022. Subhankar Bhattacharya and Subhankar Bhattacharjee both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Asit Kumar Sarkar, S/O Late Rebati Raman Sarkar, গ্রামঃ কুন্দপাড়া, পোঃ শীতলগ্রাম, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০২.০২.১৯৬৭. কিন্তু ভুলবসত আমার মাধ্যমিক এডমিড কার্ড এবং আধার কার্ডে ০৯.০৯.১৯৬৭ জন্ম তারিখ লেখা রয়েছে। ১২.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট দ্বিতীয় শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ১৬৪৫ এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০২.০২.১৯৬৭.

NAME CHANGE

I, SAMAD MALLICK (old name) S/o- Edrish Ali Mallick residing at Chalitapara, Ajodhya, Shyampur, Ajodhyaghat, Howrah-711312 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAMAD MALLICK to SAMAD ALI MALLICK and henceforth I shall be known as SAMAD ALI MALLICK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before The Notary Public at Sealdah dated 12/08/2026. SAMAD MALLICK and SAMAD ALI MALLICK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rejina Bibi (Old Name) W/O–Md Hasanuzzaman resident of Barua Dakshinpara , Barua, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Rejina Bibi to Rejina Khatun and henceforth I shall be known as Rejina Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/08/2026 . My name Rejina Khatun & Rejina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dendar (Old Name) S/O–Khorsed resident of Vill-Habaspur Mathpara, Po & Ps-Bhagwangola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Dendar to Dendar Ali and henceforth I shall be known as Dendar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/08/2026 . My name Dendar Ali & Dendar both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, TARUN KUMAR (old name) S/o-Hasti Mal Jain residing of 14, Khirod Ghosh Road, Gokul Appt, Block-B, 6th floor P.O- Howrah, P.S- Golabari, Dist- Howrah- 711101, do hereby declare that I have changed my name from TARUN KUMAR (old name) to TARUN KUMAR JAIN (New Name) and henceforth I shall be known as TARUN KUMAR JAIN (new name) in all purpose vide an affidavit no. K/Aug/255/26 sworn before the Notary public at Howrah dated 07/08/2026 TARUN KUMAR JAIN (new name/Correct name) and TARUN KUMAR (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Anisuddin Mandal (Old Name) S/O–Rahamtulla Mondal resident of Vill & Po-Itabaria, Ps-Hankhali, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741151 do hereby declared that I have changed my name from Anisuddin Mandal to Anechaddi Mondal and henceforth I shall be known as Anechaddi Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 12/08/2026 . My name Anechaddi Mondal & Anisuddin Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk. Farique (old name) S/o- Md. Idis residing at 45A, Topsia Road, Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Sk. Farique to Sk. Faruque and henceforth I shall be known as Sk. Faruque (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the Notary Public at Kolkata dated 11/08/2026. Sk. Farique (old name) and Sk. Faruque (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Jiyaul Hoque (old name) S/o- Abdul Karim residing at Hasanpur, Lochanpur, Islampur, Dist- Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD JIYAUL HOQUE to JIAUL HAQUE and henceforth I shall be known as JIAUL HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st class at Lalbagh, Murshidabad, W.B. dated 20/06/2026. MD JIYAUL HOQUE (old name) and JIAUL HAQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hellal Sk (old name) S/o- Hasem Sk residing at Buradanga, Targram, Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin-742181 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HELLAL SK to HELAL SK and henceforth I shall be known as HELAL SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 12/08/2026. HELLAL SK (old name) and HELAL SK (new name) both are same and one identical person.

পিঠে-পুলি, অরন্ধন আর লোকাচারে সুবর্ণরৈখিকের 'চিতো উঁয়াস'

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১২ আগস্ট ঃ শ্রাবণের উঁয়াস (অমাবস্যা) ঘিরে বুধবার উসবের আবহে মেতে উঠল সুবর্ণরৈখিক অববাহিকার বিস্তীর্ণ এলাকা। লোকজীবন ও কৃষিকাজের সঙ্গে নিবি। সম্পর্ক থাকা 'চিতো উঁয়াস' ঘিরে বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হল চিতো পিঠে। কোথাও দুধ-গুড়ের সঙ্গে, কোথাও আবার মাংসের সঙ্গে এই পিঠে খাওয়ার রীতি রয়েছে। অরন্ধন, উনুন পুজো এবং নানা লোকাচারও এই পরবের অঙ্গ। সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত 'আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব' গোষ্ঠীর মুখ্য সঞ্চালক বিশ্বজি পাল বলেন, চিতো উঁয়াস শুধু একটি পরব নয়। কৃষিজীবন, খাদ্যাভ্যাস, লোকবিশ্বাস এবং আঞ্চলিক ভাষার নানা উপাদান মিলে এই উসব সুবর্ণরৈখিক এলাকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি করেছে। আগেকার দিনে শ্রাবণের এই সময়ের মধ্যে চাষের কাজ অনেকটাই শেষ হয়ে আসত। ফলে পরিশ্রমের পরে খাওয়াদাওয়া ও আনন্দের পর্ব হিসাবেও চিতো উঁয়াসের গুরুত্ব ছিল। অরন্ধনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উনুন পুজোর রীতিও। আগের দিনের পান্তাভাত, শাক-সব্জির সঙ্গে সজনে শাক ছিল পরিচিত খাবার। বিশ্বজিত বলেন, সাধারণ গ্রামীণ খাবারের মধ্যেও আমাদের কৃষিনির্ভর জীবন ও খাদ্যসংস্কৃতির স্মৃতি লুকিয়ে রয়েছে। চিতো উঁয়াসের সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা জানানোর লোকাচার। পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার আগে ছোট ছোট পিঠে ছিঁড়ে বাড়ির বাইরে সাপ, ব্যাঙ, শামুক, কুচিয়ার নামে ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি রয়েছে। জমিতে কাজ করতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের যাতে ক্ষতি না হয়, পাশাপাশি প্রকৃতির জীবজন্তুর প্রতিও সম্মান জানানো হয়-এই বিশ্বাসের সঙ্গে এই রীতির যোগ। বিশ্বজিত বলেন, উৎসবের খাবার প্রকৃতির জীবজন্তুর সঙ্গেও ভাগ করে নেওয়ার এই রীতি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের ভাবনাকে তুলে ধরে। ছাতিনাশোলের প্রবীণা অম্বিকা রাউত বলেন, মঙ্গলবার রাত থেকেই পিঠে বানাচ্ছি। এই সময় আত্মীয় পরিজনরাও চলে আসেন। মেয়েরাও শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। বাড়িতে পুরো উৎসবের আমেজ। ওড়িশাতেও শ্রাবণের অমাবস্যা 'চিতালগী অমাবস্যা' নামে পরিচিত। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার কপালে রত্নখচিত চিতা (কপালের বিশেষ অলঙ্কার) পরানোর 'চিতালগী' অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই তিথির যোগ রয়েছে। ফলে ওড়িশার এই পরবের সঙ্গে সুবর্ণরৈখিক অঞ্চলের চিতো উঁয়াসের সাংস্কৃতিক যোগও স্পষ্ট। চিতো উঁয়াসের পর থেকেই একে একে শুরু হয় উৎসবের পালা। প্রচলিত ছড়া, 'আইলা রে চিতো রানি, সব পরবের বার্তা ঘিনি।' পরের পূর্ণিমাই 'গমহা পুনেই'। তার পরে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জিতাষ্টমী, দুর্গাষ্টমী। ফলে চিতো উঁয়াস শুধু একটি তিথি নয়, সুবর্ণরৈখিক অববাহিকার লোকজ উৎসবের দীর্ঘ ধারাবাহিকতারও আগমনী বার্তা।

ভূমি সংস্কার আধিকারিককে হেনস্থা, ৪ জনের জেল হেফাজত

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ১২ আগস্ট ঃ ভূমি সংস্কার আধিকারিককে তালা বন্ধ করে আটকে রাখা, মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা চাওয়া এবং ডিম ছোঁড়ায় গ্রেফতার করা হল চার বিজেপি নেতাকে। তাদের বুধবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সকলকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার দুপুরে। ওইদিন দুপুরে ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দফতরে যান বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভূমি সংস্কার আধিকারিক দীপঙ্কর দাসের কাছে কৈফিয়ত চান। অভিযোগ অফিসের মধ্যে আধিকারিকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়েন তারা। এরপরেই দীপঙ্করবাবু মল্লারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে। এনিয়ে বিজেপির অন্দরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক, কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপরেই পুলিশ রাতেই অতনু চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সাহা, বরুণ বাগদিদের গ্রেফতার করে। যদিও দলের বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল পরোক্ষে ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। যার বিরুদ্ধে বেশি অভিযোগ সেই অতনু চট্টোপাধ্যায় ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। তৎকালীন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অতনু চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে দলের জেলা কমিটির সদস্য। ওইদিন বোলপুরে তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছিল অনুব্রত মণ্ডল। পুরসভা নির্বাচনে রামপুরহাটে এসে বিভিন্ন জায়গায় তিনি বিজেপির বাপবাপান্তর তুলে বাজার গরম করেছিলেন। কিন্তু বছর দুয়েক পর তাঁর তৃণমূলে মোহভঙ্গ হয়। ফের বিজেপির সংস্পর্শে থাকতে শুরু করেন। তাকে তকালীন বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, অতনুকে আগের সভাপতি ফের দলে নিয়েছিলেন। যদিও প্রাক্তন বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সন্যাসী চরণ মণ্ডল ওরফে অষ্টম বলেন, আমি অতনু চট্টোপাধ্যায়কে দলে অন্তর্ভুক্ত করিনি। উনাকে ধ্রুব সাহার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল। পরে নতুন বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাকে দলের জেলা কমিটির সদস্য করেছেন শুনছি। এদিকে বিজেপি নেতা অতনু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের একটি হোয়াটস অ্যাপ চ্যাট প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে অতনু পাঁচটি পাথর বোঝাই লরি রাজস্ব না নিয়ে ছাড়ার জন্য আধিকারিকের কাছে অনুরোধ করছেন। কিন্তু আধিকারিক অপারগ হওয়ায় তাঁর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা চাঁদা চেয়ে বসেন মন্দির নির্মাণের জন্য। এমনই অভিযোগ করেছেন ভূমি সংস্কার আধিকারিকও। যদিও অতনুর দাবি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, আমাদের কার্যকরতারা যে কাজ করেছে সেটা অনভিপ্রেত। তবে অতনুর সঙ্গে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের সম্পর্ক ভালো ছিল। সেই সম্পর্কের সূত্রে উনারা কথা বলতেন। কিন্তু ভূমি সংস্কার আধিকারিকের যেভাবে বিষয়টি থানা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এটাও কাম্য নয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ভূমি আধিকারিককে আটকে রাখা, অফিসের সামনে বেআইনি সমাবেশ, সরকারি কর্মচারীকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া, জবরদস্তির চাঁদা আদায়, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি, সরকারি অফিসে অনধিকারপ্রবেশের অপরাধে ভারতীয় ন্যায় সঙ্গতির ১২৭(২), ১৯০, ১৩২, ২২১, ৩০৮(২), ৩২৪ (৪), ৩২৯ (৪) ধারায় মামলা রজু করা হয়েছে।

রাস্তা ফেটে ধস নামলো হাওড়া শহরের দুই জায়গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১২ আগস্ট ঃ রাস্তা ফেটে ধস নামলো হাওড়া শহরের দুই জায়গায়, যুদ্ধকালীন তপরতায় সারাইয়ের কাজ শুরু। সাময়িক যানজট। বুধবার ভোরে হাওড়ার সালকিয়ার উড়িয়া পাড়া সংলগ্ন জি টি রোডের উপর ওই ধস নামে বলে জানা যায়। আচমকা রাস্তার উপর ফাটল দেখা যায় এবং রাস্তা কিছুটা বসে যায়। ঘটনার জেরে ব্যস্ততম জি টি রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। দুর্ভোগে প।নে সাধারণ মানুষ। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোলাবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থলটি তক্ষণা ব্যারিকেড করে ঘিরে দেওয়া হয় যাতে বড় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। খবর দেওয়া হয় হাওড়া পুরসভা ও পিডব্লিউডি-কে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পিডব্লিউডি-র ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরিদর্শন শেষে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করা হয়। ঘটনার কারণ ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পিডব্লিউডির জনৈক সাব-ইঞ্জিনিয়ার জানান, 'ভূগর্ভস্থ এইচএমসি (HMC) লাইন ভেঙে যাওয়ার ফলেই হয়তো মাটি ধসে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাস্তা দ্রুত চলাচলের উপযুক্ত করতে বালি ও মাটি ভরাট করে সারাইয়ের কাজ চলছে। তবে ধসের পরিধি বড় হওয়ায় রাস্তা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।' অন্যদিকে, এর পাশাপাশি এদিনই হাওড়ায় পুলিশ কমিশনারের বাংলোর সামনে ব্যস্ততম রোডেও ধস নামায় যান চলাচল ব্যাহত হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত হন। ঠিক কি কারণে এই রাস্তায় ধস তা খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা।

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৬/বি/৭৮৯৪২০৯, তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৬। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য জিইএম-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) বিজ্ঞপ্তিটি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম এবং এটির স্থানঃ** পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক (I) পার্ট-এঃ কাঁচরাপাড়া সংস্থার অধীনস্থ শপ-২৯, ২৯সি-এর শপ ফ্লোর এবং শপ-২৯বি-এর টিআর লাইন পরিষ্কারকরণ। এই কাজটি টার্নকি ভিত্তিতে ০২ বছর/৫৯৬ কার্যদিবসের জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করতে হবে। (II) পার্ট-বিঃ ডে.সিইই (ডব্লিউ)/কাঁচরাপাড়া সংস্থার অধীনস্থ শপ-২৯, ২৯সি এবং শপ-২৯বি-এর টিআর লাইন থেকে বর্জ্য অপসারণ - টার্নকি ভিত্তিতে, ০২ বছর/৫৯৬ কার্যদিবসের জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে। (III) পার্ট-সিঃ ডে.সিইই (ডব্লিউ)/কাঁচরাপাড়া সংস্থার অধীনে ক্যারেজ কমপ্লেক্সের শপ-২৯, ২৯সি এবং শপ-২৯বি-এর টিআর লাইনের অফিস, টয়লেট, ওয়াটার বুথ ও পিটগুলির যান্ত্রিক/ম্যানুয়াল পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা। এটি টার্নকি ভিত্তিতে ০২ বছর/৫৯৬ কার্যদিবসের জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে করতে হবে। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৪৮,৩৯,১৫১.১০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য; **ওয়েবসাইট যেখান থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবেঃ** টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট ঃ **www.gem.gov.in** থেকে ০৮.০৮.২০২৬ থেকে ১৯.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **বায়না অর্থ জমা করতে হবেঃ** ₹ ৯৬,৮০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদঃ** ২ বছর; **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** ০৮.০৮.২০২৬ থেকে ১৯.০৮.২০২৬ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **অফার জমা দেওয়ার সময়সীমাঃ** ০৮.০৮.২০২৬ থেকে ১৯.০৮.২০২৬ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৮.২০২৬ দুপুর ৩টা পর্যন্ত; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.০৮.২০২৬ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে। MISC-142/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

Nadia Zilla Parishad, Nadia

In compliance with Hon'ble Court order in WPA 18263 of 2024, WPA 23021 of 2024 and of WPA 28868 of 2024, it is hereby informed that the below mentioned land parcels, which are being utilized for Jagadkhali Ring Bandh are being purchased under the DLP policy. Notice is hereby given that compensation in respect of land acquired for the **Jagatkhali Embankment Project** is proposed to be disbursed in connection with following court cases.

Sl. No.	Court Case	Mouza	J.L. No.	RS/LR Dag No(s)
1.	WPA 18263 of 2024	Juranpur	42	173, 175, 176, 175/3486, 139, 128/3430
2.	WPA 23021 of 2024	Juranpur	42	294, 295, 381, 447, 448, 462, 471
3.	WPA 28868 of 2024	uranpur	42	456, 466, 367, 368, 367/3575, 368/3576, 375/3580, 375/3372, 453/3619, 356/3550, 36

Any person having any counter-claim, objection or dispute regarding ownership, title, share or entitlement to compensation in respect of the concerned land parcels is requested to submit a written representation along with supporting documents to the Office of the District Magistrate & District Collector, Nadia, within the stipulated time.
Claims/objections received after the stipulated period may not be considered by the DLPC.

Sd/- **Secretary,**
Nadia Zilla Parishad Nadia

Memo. No. 139(2)/DICO/N/Advt.26 **Date: 12/08/2026**

নরবেন টি এণ্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN : L01132WB1990PLC048991
রেজি. অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ২২১০-০৫৫৩, ফ্যাক্সঃ ৯১- ৩৩-২২১০-০৫৪১
ই-মেলঃ enquiry@norbentea.com **ওয়েবসাইটঃ** www.norbentea.com

৩০শে জুন, ২০২৬-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও তিন মাসের জন্য একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারাংশ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৬ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ ৩০.৬.২৬ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩০.৬.২৫ (অনিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১২৯.৪০	১২৯.৪০	১২৩.৩৩
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	৩২.২৯	৩২.২৯	২৮.৫০
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	৩২.২৯	৩২.২৯	২৮.৫০
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	৩২.২৯	৩২.২৯	২৮.৫০
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৩২.২৯	৩২.২৯	২৮.৫০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০টাকা ফেস ভ্যালু)	১,৫৫৪.৪১	১,৫৫৪.৪১	১,৩৩৩.৬১
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (Ind AS অনুসারে)	--	--	--
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের)			
	ক) মূল	০.২১	০.২১	০.২২
	খ) মিশ্র	০.২১	০.২১	০.২২

দ্রষ্টব্যঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটঃ www.bseindia.com./ www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://norbentea.com/pdf/sqfr_june_2026.pdf-এ পাওয়া যাবে।
খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখের ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের সীমিত পর্যালোচনাটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

তারিখঃ ১২ আগস্ট ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা /-
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
DIN:00123386

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED

CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas,(North), West Bengal-743125 Phones: (033)2581-2757/3257-5388 Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com. Website : www.aucklandjute.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(Rs. in Lakhs except EPS)

Sl No.	PARTICULARS	Quarter ended 30.06.2026 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2026 (Audited)	Quarter ended 30.06.2025 (Unaudited)	Year ended 31.03.2026 (Audited)
1	Total income from operations (net)	7920.52	5558.11	5007.37	21747.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	85.13	8.79	175.40	413.82
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	85.13	8.79	175.40	413.82
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	67.13	(3.87)	133.40	305.16
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	68.66	(21.98)	137.29	342.98
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per share)	1026.70	1026.70	1026.70	1026.70
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	_	_	_	6006.33
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)				
	Basic :	0.65	(0.04)	1.30	2.97
	Diluted:	0.65	(0.04)	1.30	2.97

Note:
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com)
2) The above financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Wednesday, 12th August, 2026.

For Auckland International Limited
Sd/-
Prayas Dugar
Executive Director
DIN:00245893

Place : Kolkata
Date : 12th August, 2026

টেন্ডার

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

The Forest Friendly Company

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ **ফ্যাক্স নম্বরঃ** (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃ www.duroply.in
CIN– L20211WB1957PLC023493

70 Years of Excellence

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত নয় এমন আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণী	৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৬ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১০০০৪.১৩	১১১৯৯.৬৪	৯৩৭৬.৫৪	৪০৪০২.৩১
২.	কর-পূর্ব সাধারণ কার্যক্রম হতে নিট লাভ /(ক্ষতি)	১০৪.০৫	১০৩.৫২	১৮৮.৫০	৬৯৫.৮২
৩.	কর-পরবর্তী সাধারণ কার্যক্রম থেকে নিট লাভ /(ক্ষতি)	৬০.৮০	(২৪৫.১৯)	১৫৪.৮৫	২৯৩.৭৪
৪.	উক্ত সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [উক্ত সময়ের লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) নিয়ে গঠিত]	৪৭.৩০	(১০৬.৪৩)	১৪৪.৭৪	৪০২.১৯
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ /- টাকা)	১০৮৫.১১	১০৮৫.১১	৯৮৬.৫৯	১০৮৫.১১
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০- মূল্যের) (বার্ষিকীকৃত নয়)				
	মূল	০.৫৬	(২.৬২)	১.৫৭	২.৮৩
	মিশ্র	০.৫৬	(২.৬২)	১.৫৭	২.৮৩

দ্রষ্টব্য
১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরে উল্লিখিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১২ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিজ নিজ বৈঠকে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৩. আর্থিক ফলাফলগুলি 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ৩৪ - ইন্টারিম ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং'-এ বর্ণিত স্বীকৃতি ও পরিমাপের নীতি অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। এই স্ট্যান্ডার্ডটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে এবং কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধিমালা, ২০১৫ (সময়ে সময়ে সংশোধিত)-এর সাথে পঠিত হয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে এছাড়া ভারতে সাধারণভাবে গৃহীত অন্যান্য অ্যাকাউন্টিং নীতিও এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে।
৪. যেহেতু ৩০ জুন ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে কোম্পানির মাত্র একটিই 'রিপোর্টেবল সেগমেন্ট' (প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ) রয়েছে, তাই অপারেটিং সেগমেন্ট সংক্রান্ত IND AS 108-এর বিভাগ-ভিত্তিক তথ্য প্রকাশের আবশ্যিকতা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
৫. প্রয়োজনে পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি পুনর্বিন্যাস / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ / পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১২ আগস্ট, ২০২৬

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর /-
অখিলেশ চিতলাঙ্গিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
(DIN 03120474)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ১৮৮_২০২৬-২৭, ১৮৯_২০২৬-২৭ এবং ১৯০_২০২৬-২৭, তারিখঃ ১১.০৮.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক যেসব টেন্ডারদাতাদের একই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং সেচ/সিপিডবলুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগের সাথে নিবন্ধীকৃত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে তাদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **[সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ]ঃ (১) ই-টেন্ডার নং. ১৮৮_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাট-এর আওতাধীন ১৯টি স্টেশনে যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রবেশযোগ্যতা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ৮,৯২,৩৬,২৭৩.০৭; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১৭,৮৪,৭০০.০০। **(২) ই-টেন্ডার নং. ১৮৯_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** এইএন/বোলপুর শান্তিনিকেতনের আওতাধীন ১৪টি স্টেশনে যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রবেশযোগ্যতা-সংক্রান্ত মানদণ্ড অনুযায়ী দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ৬,৬৮,৫৬,৪৭৬.২৮; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১৩,৩৭,১০০.০০। **(৩) ই-টেন্ডার নং. ১৯০_২০২৬-২৭; কাজের বিবরণঃ** এইএন/রামপুরহাট-এর আওতাধীন এসএসই/পি. ওয়ে/রামপুরহাট, নলহাটি ও পাকুড়-এর অধীনে নর্দমা পরিষ্কারের কাজ এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাদীনপুর স্টেশনে ডুয়াল ডিটেকশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এমএসডিএসি-এর মাধ্যমে সেকেন্ড ডিটেকশন ব্যবস্থা স্থাপন। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ১,৪০,৪৭,৫৯২.৩৭; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৮১,০০০.০০। **টেন্ডার নথির মুল্যঃ** ক্রম নং. ১, ২ ও ৩ প্রতিটির জন্য শূন্য; **কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ** ক্রম নং. ১,২ ও ৩ প্রতিটির জন্য স্বীকৃতিপত্র জারি হওয়ার পর থেকে ১২ (বারো) মাস। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, অনলাইনে টেন্ডারটি পরবর্তী কার্যদিবসে খোলা হবে। **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারের ক্ষেত্রে বায়না মূল্য (ইএমডি) এবং টেন্ডারের নথির খরচের পেমেন্ট নেটব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্রহণীয় হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) ইএমডি হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কোন ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। HWH-271/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO. LTD.

Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025
Phone : 8100465325,
E mail: khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৬ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৫ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৬ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয় (নিট)	৬.৪২	০.০০	৯৩.৬২
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	২.১৪	(২.৯৪)	৮০.০৮
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	২.১৪	(২.৯৪)	৮০.০৮
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	২.১৪	(২.৯৪)	৮০.০৮
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	(৩১২২.০৭)	১১৫৭.২৪	(৬২৩১.৮৪)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২
৭.	ইক্যুইটি প্রতি আয় শেয়ার (পরের অসাধারণ আইটেম) (প্রতিটি১০ টাকা)			
	মূল	০.০৭	(০.১০)	২.৬৭
	মিশ্র	০.০৭	(০.১০)	২.৬৭
৮.	ইক্যুইটি প্রতি আয় শেয়ার (আগের অসাধারণ আইটেম) (প্রতিটি১০ টাকা)			
	মূল	০.০৭	(০.১০)	২.৬৭
	মিশ্র	০.০৭	(০.১০)	২.৬৭

দ্রষ্টব্যঃ
উপরিউক্ত তথ্যটি SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.khatodinv.com-এ পাওয়া যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১২ আগস্ট ২০২৬

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /- মণীষ পিঞ্চা
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN:07143031

EASY FINCORP LIMITED

CIN : L65920WB1984PLC262226
Regd. Office : Duncan House, 4th Floor, 31 Netaji Subhas Road, Kolkata – 700 001,**Tel:** 033-2230-8515;
Email: rpsg.secretarial@rpsg.in ; **website:** www.easyfincorp.com

EXTRACTS OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30.06.2026 Unaudited	Quarter ended 31.03.2026 Audited	Quarter ended 30.06.2025 Unaudited	Year ended 31.03.2026 Audited
Total Income	2.16	2.40	2.37	9.56
Profit / (Loss) before tax	(10.05)	(6.64)	(5.18)	(21.62)
Net Profit/ (Loss) from ordinary activities after tax	(8.98)	(5.65)	(4.19)	(17.67)
Total Comprehensive Income /(Loss) net of tax	(8.98)	(69.85)	(4.19)	(256.40)
Equity Share Capital	24.50	24.50	24.50	24.50
Reserves (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year)	-	-	-	2,164.28
Earnings per Share (for continuing and discontinued operations) - (of Rs. 10/- each)				
a) Basic :	(3.66)	(2.31)	(1.71)	(7.21)
b) Diluted :	(3.66)	(2.31)	(1.71)	(7.21)
(EPS for the quarter not annualised)				

Notes:
1 The above results prepared and presented in pursuant to the requirement of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 12th August, 2026 and were approved by the Board of Directors in its meeting held on that date.
2 The above is an extract of the detailed format of quarterly/ yearly financial results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly/ yearly financial results available on the Company's website: (www.easyfincorp.com) and on the website of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com). The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:

For Easy Fincorp Limited
Atul Lakhotia
Director
DIN : 00442901

Place : Kolkata
Date: 12th August, 2026

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S. V. Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09, **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com.

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

The Board of Directors of the Company, at its Meeting held on **Wednesday, August 12, 2026** has, *inter-alia* approved the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company, for the quarter ended June 30, 2026.

The results, along with the Limited Review Report thereon, have been posted on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the stock exchange where the Company's shares are listed i.e., at www.bseindia.com. Also, it can be accessed by scanning the QR code.

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

The Company has re-opened special window for a period of one year **from February 05, 2026, to February 04, 2027** for re-lodgment of transfer request.

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for Transfer before 1st April, 2019?	Original Security Certificate Available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (it is fresh re lodgement)	Yes	Yes
	Yes (it was rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
	Yes	No	No
	No	No	No

All such transfers will be effected only in demat mode. Shareholders falling within the above category are requested to initiate the process within the stipulated period. For assistance, please contact our Registrar and Transfer Agent i.e., Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com or the Company at www.comfortfincap.com.

For and on behalf of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Chairperson and Director
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: August 12, 2026

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026.

শেন্ট্রাকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN– L24299WB1993PLC059449
কর্পোরেট অফিসঃ ১৯১০, ১৯তম তলা, ৯ বিজনেস বে, খখর প্রপার্টি,
এভারশাইন মলের পিছনে, চিনচোলি বন্দর মালাড (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০৬৪, মহারাষ্ট্র
নিবন্ধিত অফিসঃ ২১, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৫ম তলা, ধর্মতলা, কলকাতা - ৭০০ ০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেলঃ info.shentracon@gmail.com। ওয়েবসাইটঃ www.shentracon.com। যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১ ৮৮২৮২৬৮৭২১

৩০শে জুন, ২০২৬-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য নিরীক্ষাবিহীন একক আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষাবিহীন একক আর্থিক ফলাফল (আর্থিক ফলাফল) অনুমোদন করেছে।
আর্থিক ফলাফল এবং 'লিমিটেড রিভিউ রিপোর্ট' কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.shentracon.com/pdf/BSE_Outcome%20of%20the%20BM_SD.pdf** -এ আপলোড করা হয়েছে এবং প্রদত্ত কিউআর কোডের মাধ্যমেও তা দেখা যাবে।

শেন্ট্রাকন কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও তাঁদের হয়ে
স্বাক্ষর /-
অমিত ললিত জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN 0526366

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ১২।০৮।২০২৬

ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের সূচি ঘোষণা আফগানদের

সংবাদ সংস্থা, কাবুল, ১২ আগস্টঃ ভারতকেই এ বার 'হোম' বানাতে চলেছে আফগানিস্তান। নিজেদের দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও টালমাটাল অবস্থার কারণে সিরিজ আয়োজন করতে পারছে না আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তাই আয়োজনের সমস্ত দায়িত্ব নিলেও ভারতের মাটিতে খেলা হবে ম্যাচগুলি, বিসিসিআই-এর কাছে এমনই আবেদন করেছিল আফগান বোর্ড। সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে তারা। এ বার প্রকাশ্যে এল সেই সিরিজের সূচি। সেপ্টেম্বর মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। ১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হবে খেলা হবে ম্যাচগুলি। তবে কি ভেস্তে গেল ভারতের বাংলাদেশ সফর? বুধবার আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যৌথ ভাবে এই সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে। ১৩, ১৫ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে ম্যাচগুলি। এই টি-টোয়েন্টি সিরিজের মাধ্যমে ২০২৬ সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সূচি সম্পূর্ণ হবে। জুনে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট এবং একটি ওডিআই সিরিজ খেলেছিল ভারত। এ বার লড়াই কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে। বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাসও আফগান ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য ভারতের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। নিয়মিত ভাবে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ চালিয়ে যাওয়ার কথাও

জানিয়েছেন তিনি। তিন ম্যাচের এই টি-টোয়েন্টি সিরিজের সূচির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হচ্ছে ভারতের বাংলাদেশ সফরের সূচির। দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের জেরে এই সফর এখনও অনিশ্চিত। সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ যাওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজও খেলা হবে ওই মাসেই। তাই বাংলাদেশ যদি একই সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে চায়, তা হলে বিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে নতুন উইন্ডোতে সূচি তৈরি করতে হবে। মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল-এ খেলতে না দেওয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসেনি বাংলাদেশ। তবে থেকেই দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের নতুন সরকার আলোচনার মাধ্যমে সেই সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। মন্ত্রীদের মধ্যেও এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এই সফরে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে অনুমতি ও নির্দেশিকা চাইবে বলে জানিয়েছে বিসিসিআই। তবে আফগানদের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ সফর নিয়ে আরও বাড়ল ধোঁয়াশা।

অনাড়ম্বর আয়োজনে রোনাল্ডো-জর্জিনার বিয়ে

একজনের হাতের ওপর রাখা আরেকজনের হাত। দুজনের অনামিকায় শোভা পাচ্ছে আংটি। সামাজিক মাধ্যমে এই ছবি পোস্ট করেই জীবনের নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আর্জেন্টাইন মডেল জর্জিনা রদ্রিগেসের সঙ্গে ১০ বছরের সম্পর্ককে বিয়ের বন্ধনে রূপ দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

সংবাদ সংস্থা, লিসবন, ১২ আগস্টঃ দুজনের বিয়ে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল। রোনাল্ডোর শহর মাদেইরায় গত শনিবার বিয়ে হতে পারে বলেও খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হলো লিসবনের অদূরে ছোট্ট শহর কেসকাইসে। রোনাল্ডোর ম্যানেজমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্র শহরটিতে এক অনাড়ম্বর ও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন দুজন। ২০১৬ থেকে একসঙ্গে ছিলেন দুজন। ঠিক এক বছর আগে, গত বছরের ১১ আগস্ট বাগদানের ঘোষণা করেছিলেন তারা। সামাজিক মাধ্যমে রোনাল্ডোর পোস্ট করা ছবিটির ক্যাপশনে ছিল 'সি' ও 'জি' দুটি শব্দের মাঝে ভালোবাসার একটি ইমো। ৪১ বছর বয়সী ফুটবল তারকার সঙ্গে ৩২ বছর বয়সী মডেলের বিয়ের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায় তাতেই। রোনাল্ডোর জীবনের সবকিছু গোটা বিশ্বেরই জানা। জর্জিনার জন্ম আর্জেন্টিনায়। তার বাবা আর্জেন্টাইন, মা স্প্যানিশ। এই পরিবার প্রথমে তার পৈতৃক আত্মীয়দের সঙ্গে থাকত। জর্জিনার বয়স যখন এক বছর, তখন তার মা স্পেনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। চার বছর বয়স থেকে জর্জিনা ব্যালে নাচ শিখতেন, কিন্তু পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় তা ছেড়ে দেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি মাদ্রিদে চলে যান সেখানে নিজের খরচ চালানোর জন্য দিনের বেলা দোকানে এবং সপ্তাহান্তে একটি বারে কাজ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি গুচি স্টোরে বিক্রয়কর্মী হিসেবে চাকরি পান। মডেলিংয়ে তার পথচলা শুরু ২০১৫ সাল থেকে। রোনাল্ডোর সঙ্গে পরিচয় পরের বছর। পর্তুগিজ মহাতারকার সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমেই তিনি মূলত ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি অর্জন করেন, যা তাকে বিশ্বজুড়ে কৌতূহলের কেন্দ্রে এনে দেয় এবং ইনস্টাগ্রাম ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে বিশাল ফলোয়ার্স তৈরি করতে সাহায্য করে। মডেল হিসেবে সাফল্যের পাশাপাশি, জর্জিনা ফ্যাশন জগতেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন, নামকরা ব্র্যান্ডগুলোর সাথে কাজ করেন এবং নিজের পোশাকের ব্র্যান্ড চালু করেন। সামাজিক মাধ্যম ব্যক্তিত্ব, মডেল এবং উদ্যোক্তা হিসেবেই তিনি এখন পরিচিত। তাকে নিয়ে নেটফ্লিক্সের ডকুমেন্টারি আছে 'আই অ্যাম জর্জিনা', যেখানে তাকে প্রযোজক হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। রোনাল্ডোর বড় সন্তানের নাম ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। ২০১০ সালে জন্ম নেওয়া ছেলেটির মায়ের নাম প্রকাশ করা হয়নি কখনোই। ২০১৭ সালে সারোগেসির মাধ্যমে জমজ ছেলে ও মেয়ের বাবা হন এই তারকা। জর্জিনা ও রোনাল্ডোর প্রথম সন্তান পৃথিবীর আলোয় আসে ২০১৭ সালের নভেম্বরে। ২০২১ সালে দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের ঘোষণা করেন এই দম্পতি। সেবারও জমজ ছেলে ও মেয়ের জন্ম হয়, তবে ছেলেটি মারা যায় প্রসবের সময়ই। জর্জিনা নানা সময়েই বলেছেন, পরিবার ও সন্তানরাই তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ডের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী নন চিকিৎসকরা

বিসিসিআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন কাইফের

মুম্বই, ১২ আগস্টঃ ভারতের সিনিয়র পুরুষ ক্রিকেট দল এখন 'মিনি হাসপাতাল'। সিনিয়র থেকে জুনিয়র সব প্লেয়াররা চোট পেয়েছেন। দলের প্রথম সারির প্লেয়ারদের এই চোটের ফলে বিসিসিআই-এর পরিকাঠামো, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই চর্চার মধ্যে ভিভিএস লক্ষ্মণের এক মন্তব্য জল্পনা তৈরি করেছে। সেটা নিয়ে মুখ খুললেন মহম্মদ কাইফ। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ জানান, সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে কাজ করার জন্য দক্ষ চিকিৎসক পাচ্ছে না বোর্ড। এটাই অবাক করেছে কাইফকে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এক ভিডিয়োতে কাইফ বলেন, ''ভিভিএস লক্ষ্মণ বলেছেন বিসিসিআই একাধিক ব্যক্তির কাজ করার প্রস্তাব দিলেও তাঁরা শেষ মুহূর্তে তা খারিজ করে দেন। আমার মত হচ্ছে, যা চলছে তা মেটা দরকার। এটা বিসিসিআই-এর কাজ, কারণ এই সমস্যাগুলো দলকে প্রভাব ফেলছে। আমি চমকে যাচ্ছি দেখে যে

বিশ্ব ক্রিকেটে এত মানুষ বিসিসিআই-এর সঙ্গে কাজ করতে চান, কিন্তু আমরা কাউকে পাচ্ছি না। বিসিসিআই-এর টাকা আছে, তা হলে কেন লোক আসছে না? বিদেশি প্লেয়াররা টাকার জন্য আইপিএল খেলতে আসছে আর আমরা ভালো ফিজিওথেরাপিস্ট বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোনও বিশেষজ্ঞ পাচ্ছি না?'' জশপ্রীত বুমরার চোট এখন বোর্ডের সবচেয়ে বড় চিন্তা। বুমরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে খেলতে পারেননি। রিপোর্টে প্রকাশ, বুমরার হাঁটুতে জল জমছে এবং এটা সারতে বেশ সময় লাগবে। কাইফ জানাচ্ছেন, এই ধরনের ছবি যেন আর ফিরে না আসে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ায় চলতে থাকা অবস্থা নিয়ে বিসিসিআই-এর উদাসীনতা নিয়েও কাইফ প্রশ্ন তোলেন। বলেন, ''বুমরা লর্ডসে খেলেননি আর আমরা ৩৮৭ রান হজম করেছি। ওটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। সিরিজ ১-১ থেকে আমরা জিততে পারতাম। এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। যারা যুক্ত তাদের সবাইকে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'' নীতিন মেনন সরে যাওয়ার পর বিসিসিআই এখনও পর্যন্ত হেড অফ স্পোর্টস সায়েন্স পদের জন্য কাউকে নিয়োগ করতে পারেনি। লক্ষ্মণ ও বোর্ডের বাকিরা অ্যান্ড্রু লিপাসকে বেছে নিলেও তিনি শেষবেলায় অফার লেটার ফিরিয়ে দেন। ফলে প্লেয়ারদের ফিটনেসের পাশাপাশি এখন বিসিসিআই-তে চাকরি করতে না আসার প্রবণতাও ভাবাচ্ছে দেবজিৎ শইকিয়াদের।

শ্রীলঙ্কা সিরিজের পরই টেস্ট অবসরে জাদেজা?

মুম্বই, ১২ আগস্টঃ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা টেস্ট অবসর নিয়েছেন। দিন কয়েক আগে 'বঞ্চনা'র যন্ত্রণা নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছেন অজিঙ্ক রাহানে। এবার কি আরেক মহাতারকা লাল বলের ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতে চলেছেন? এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের পর কেরিয়ার নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন রবীন্দ্র জাদেজা। ৩৭ বছর বয়সি ক্রিকেটার বছর দুয়েক আগে টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শ্রীলঙ্কায় দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর জাদেজা আর সুযোগ পাবেন কি না সন্দেহ।

কোয়ার্টার ফাইনাল উঠে যাচ্ছে! হকি বিশ্বকাপে বড়সড় রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন

সামনেই হকি বিশ্বকাপ। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগে বড়সড় চমক। মুছে গেল চিরপরিচিত কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব! হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এবার বদলে দিয়েছে টুর্নামেন্টের গোটা নকশা। ফলে প্রতিটি ম্যাচ এখন কার্যত বাঁচামরার লড়াই। নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে বসছে এবারের আসর। ১৯৯৮ সালের পর এই প্রথমবার একইসঙ্গে পুরুষ ও মহিলাদের হকি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ১৫ আগস্ট থেকে শুরু মহারণ। কিন্তু এই নতুন নিয়ম ঠিক কেমন? নক-আউটের চেনা ছক ভেঙে কোন পথে এগবে সমস্ত দল? চলুন, এই জটিল অঙ্কটা একটু সহজ করে বুঝে নেওয়া যাক। শুরুতেই চেনা লিগ পর্ব। পুরুষ ও মহিলা, উভয় বিভাগেই লড়বে মোট ১৬টি করে দল। তাদের চারটি পুলে ভাগ করা হয়েছে- 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি'। প্রতিটি পুলে রয়েছে চারটি করে দল। রাউন্ড-রবিন নিয়মে প্রত্যেকে একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। অর্থাৎ, প্রতিটি দলের হাতে থাকবে তিনটি করে ম্যাচ। এই পর্বের ফলাফলের ভিত্তিতেই ঠিক হবে পুলে তাদের অবস্থান। এক থেকে চার নম্বর পর্যন্ত ক্রমতালিকা চূড়ান্ত হবে। ভারতীয় দল পুরুষ এবং মহিলা-দুই বিভাগেই রয়েছে 'ডি' পুলে। প্রথম পর্ব শেষ হতেই শুরু হবে আসল চমক। আগের পুলগুলো ভেঙে তৈরি হবে সম্পূর্ণ নতুন চারটি পুল। নাম দেওয়া হয়েছে 'ই', 'এফ', 'জি' এবং 'এইচ'। **পুল ইঃ** 'এ' এবং 'ডি' পুলের প্রথম ও দ্বিতীয়

স্থানাধিকারী দল। **পুল এফঃ** 'বি' এবং 'সি' পুলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল। **পুল জিঃ** 'এ' এবং 'ডি' পুলের তৃতীয় ও চতুর্থ দল। **পুল এইচঃ** 'বি' এবং 'সি' পুলের তৃতীয় ও চতুর্থ দল। এই পর্বে প্রতিটি দলকে আরও তিনটি করে ম্যাচ খেলতে হবে। তবে প্রথম পর্বে যে দলের বিরুদ্ধে তারা খেলেছে, তাদের সঙ্গে আর খেলা পড়বে না। মজার বিষয় হল, একই পুল থেকে উঠে আসা দুই দলের প্রথম পর্বের পয়েন্ট কিন্তু দ্বিতীয় পর্বেও সরাসরি যোগ হবে। এই নতুন নিয়মে 'ই' এবং 'এফ' পুল থেকে পয়েন্টের বিচারে শীর্ষ দুটি দল সরাসরি সেমিফাইনালে উঠবে। 'ই' পুলের সেরার মুখোমুখি হবে 'এফ' পুলের দ্বিতীয় দল। আর 'এফ' পুলের সেরার বিরুদ্ধে নামবে 'ই' পুলের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। অন্যদিকে, 'জি' এবং 'এইচ' পুলের দলগুলো মূলত ৫ থেকে ১৬ নম্বর স্থান দখলের লড়াইয়ে সামিল হবে। এই দ্বৈরথও হাড্ডাহাড্ডি হতে বাধ্য। আগামী ২৯ আগস্ট নেদারল্যান্ডসে মহিলাদের ফাইনাল ও ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচ। ঠিক তার পরের দিন, ৩০ আগস্ট বেলজিয়ামে পুরুষদের টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক লড়াই।

বাবাকে হারানোর পাথরচাপা শোক! ফুটবল থেকে অনির্দিষ্টকালের বিরতিতে লিওনেল মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবল কেরিয়ারে আপাতত ছেদ। পিতৃহারা লিওনেল মেসিকে ময়দানে দেখা যাবে না। বিশ্বজয়ী আর্জেন্তাইন অধিনায়ক বাবা জর্জ মেসির প্রয়াণের পর শোকস্তব্ধ। আর এই শোক সামলাতে ফুটবল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরতি নিয়েছেন তিনি। স্প্যানিশ সংবাদপত্র 'মার্কা'-র এক রিপোর্টে এই খবর সামনে এসেছে। কবে ফের মাঠে ফিরবেন, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। গত শুক্রবার আচমকাই প্রয়াত হন জর্জে। খবর পেয়ে দক্ষিণ ফ্লোরিডা থেকে ব্যক্তিগত বিমানে নিজের শহর রোজারিও উড়ে যান ৩৯ বছরের মহাতারকা। সেখানে একান্ত পারিবারিক ঘেরাটোপে বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ইন্টার মায়ামির তরফে দলের অধিনায়ককে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে। কর্তারা তাঁকে শর্তহীন ছুটি দিয়েছেন। যতদিন প্রয়োজন, আর্জেন্তিনাতেই থাকতে পারবেন মেসি। মানসিক ধাক্কা সামলে ওঠার আগে তাঁকে মাঠে নামতে জোর করা হবে না। তাই ক্লাবের তরফে দলে ফেরার কোনও নির্দিষ্ট দিনক্ষণও ঘোষণা করা হয়নি। জর্জ মেসি শুধু এক স্নেহশীল বাবাই ছিলেন না। বরং, ছেলের বর্ণময় কেরিয়ারের প্রধান কারিগরও তিনি। রোজারিওর এক সাদামাটা

কিশোরের বিশ্বতারকা হয়ে ওঠার নেপথ্যে তাঁর অসামান্য অবদান। সেই যুব পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্বের সেরা ফুটবলার হওয়া পর্যন্ত-প্রতিটা পদক্ষেপে জর্জ হয়ে ওঠেন ছেলের ছায়াসঙ্গী। কখনও ম্যানেজার, কখনও পরামর্শদাতা, আবার কখনও বা যোগ্য প্রতিনিধি। এমন এক বটবৃক্ষের পতনে স্বভাবতই দিশেহারা বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ঘটনাটি ঘটল এমন এক সময়, যখন মেসি বিশ্বকাপ ফাইনালের ধাক্কা সামলে পুরনো ছন্দে ফিরছিলেন। সম্প্রতি লিগস কাপে অ্যাটলেটিকো সান লুইসের বিরুদ্ধে জোড়া গোলে জ্বলে ওঠেন। সামনেই মন্টেরির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। সেই ম্যাচের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। ঠিক তখনই এল এই চরম দুঃসংবাদ। ২০২৩ সালে আমেরিকার ফুটবলে পা রাখার পর থেকেই স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন মেসি। মেজর লিগ সকার, কনকাকাফ টুর্নামেন্ট, লিগস কাপ ও অন্যান্য ঘরোয়া কাপ মিলিয়ে ১০৭ ম্যাচে ঝুলিতে ৯২টি গোল। পরিসংখ্যান বলছে, মায়ামিতে আসার পর প্রতি ৯৬.২ মিনিটে একটি করে গোল করেছেন মেসি। ম্যাচ প্রতি গোলের গড় ০.৮৬। এই মুহূর্তে কেরিয়ারের মোট গোলসংখ্যা ৯২১। ম্যাজিক ফিগার ১০০০ ছুঁতে আর মাত্র ৭৯ গোলের অপেক্ষা। তবে এই সমস্ত পরিসংখ্যান এখন সম্পূর্ণ মূল্যহীন। আপাতত রোজারিওতেই পরিবারের পাশে থাকছেন ফুটবল কিংবদন্তি। নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার পরেই ফের বুট পায়ে মাঠে নামবেন।

২৮ বছর আগে রান্নাঘরের টেবিলে ভিএআর আবিষ্কার! স্রেফ টাকার অভাবে স্বপ্ন ভাঙে দুই ফুটবলভক্তের

সংবাদ সংস্থা, বার্মিংহ্যাম, ১২ আগস্টঃ বার্মিংহামের উত্তর-পূর্বে এক ট্রেন স্টেশনের পাব। টেবিলে ছড়ানো এক পেটেন্টের কপি। যে পেটেন্ট বদলে দিতে পারত বিশ্বফুটবলের খোলনলচে। পালটে দিতে পারত দুই বন্ধুর ভাগ্যও। কিন্তু কিছুই হয়নি। স্রেফ পকেটের রেস্তো না থাকায় দিনের আলো দেখেনি সেই বৈপ্লবিক আবিষ্কার। সালটা ১৯৯৮। মে মাস। ইংল্যান্ডের সাটন কোল্ডফিল্ড। ওয়েস্ট ব্রমউইচের সমর্থক অ্যান্ডি লাইডেন এবং তাঁর বন্ধু, অ্যাস্টন ভিলার ভক্ত ডেভ ইভান্স। ইভান্সের বাড়ির রান্নাঘরের টেবিলে বসেই একটা যুগান্তকারী আইডিয়া পেটেন্ট করার আবেদন জানান তাঁরা। প্রযুক্তির নাম ছিল 'প্লেয়ার ট্র্যাকিং সিস্টেম'। আধুনিক ফুটবলের ভিএআর বলতে যা বুঝি, ঠিক সেটাই। অথচ তখন ফুটবলে গোল-লাইন টেকনোলজি (২০১২), সেমি-লাইভ ভিএআর (২০১৬) বা সেমি-অটোমেটেড অফসাইডের (২০২২) জন্মই হয়নি। লাইডেনের বয়স ৩১। কাজ করতেন ফিলিপস কোম্পানিতে। ইভান্স ৪০। তিনি সি প্রোগ্রামার হিসেবে বিমা সংস্থায় কর্মরত। লাইডেনের কথায়, ''আমরা কোটিপতি হতে চেয়েছিলাম। সব অল্পবয়সিরাই যেমনটা চায় আর কী!'' মাঠের চারপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসানো ট্রান্সমিটার। প্রত্যেক ফুটবলারের গায়ে থাকবে এর ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই সংকেত যাবে একটি কেন্দ্রীয় রিসিভার বা কম্পিউটারে। কোনও ফরোয়ার্ড অফসাইড পজিশনে গেলেই, তথ্য পৌঁছবে রেফারির দরবারে। রেফারির

হাতে থাকবে একটি অডিও-ভিসুয়াল যন্ত্র। আধুনিক স্মার্টওয়াচের মতো। মাইক্রোসফট বা অ্যাপল ওয়াচ আসার বহু আগের ভাবনা! বল গোললাইন পেরোলে বা অফসাইড হলে সেই ঘড়ি কেঁপে উঠবে। স্ক্রিনে ভেসে উঠবে রিপ্লে। ফ্রেম ধরে ধরে ভিডিও দেখার ঘোর বিরোধী ছিলেন এই দুই বন্ধু। পেটেন্টে স্পষ্ট লেখা, এতে ফুটবলের গতি ও মেজাজ নষ্ট হতে পারে। পরিবর্তে তাঁরা চেয়েছিলেন 'স্প্লিট-সেকেন্ড অ্যানালিসিস'। লাইডেনের কথায়, ''আমাদের আইডিয়া ছিল পুরোপুরি ইলেকট্রনিক। মানুষের কোনও ভূমিকা থাকবে না। কিন্তু এখনকার ভিএআর-এ সেই মনুষ্যসিদ্ধান্তই শেষ কথা। ফলে বিতর্কও বেশি হয়। বারবার ভিডিও দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট।'' ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে এই পেটেন্ট প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু ২০০০ সালের আগস্ট তা প্রত্যাহার করে নেন দুই বন্ধু। কারণ? টাকা! প্রাথমিক আবেদনে কয়েকশো পাউন্ড খরচ হয়েছিল। পরের ধাপে লাগত অন্তত ২,০০০ পাউন্ড। আর গোটা ব্যবস্থার একটি ডেমো বানাতে খরচ পড়ত ২০,০০০ পাউন্ড! দুই বন্ধুরই তখন ছোট সংসার। ফুটবলকর্তারা এই আইডিয়া নেবেন কি না, কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তাই এত টাকা জলে যাওয়ার ঝুঁকি নেননি তাঁরা। ইভান্সের আক্ষেপ, ''অসাধারণ আইডিয়া থাকতেই পারে। কিন্তু হারানোর মতো টাকা না থাকলে তা বাস্তবে রূপ দেওয়া কঠিন।'' ফিফা প্রথম ভিএআর পরীক্ষা করে ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে হক-আই ইনোভেশনস ফিফার প্রযুক্তিগত সহযোগী হয়। বর্তমানে এই সংস্থা ২৫টি খেলায় যুক্ত। ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তাদের রাজস্বের পরিমাণ ৮ কোটি ১৭ লক্ষ পাউন্ড। কর দেওয়ার আগে লাভের অঙ্ক প্রায় দেড় কোটি পাউন্ড! ইভান্স হাসতে হাসতে বলেন, ''আমাদের প্রযুক্তি ফুটবলে এলে আজ হয়তো কোনও সমুদ্রসৈকতে বসে থাকতাম। রোজ কাজে যেতে হত না।'' পাবের টেবিলে রাখা পুরনো কাগজের দিকে তাকিয়ে লাইডেন একগাল হেসে যোগ করেন, ''আমরা বড্ড আগেভাগে ভেবে ফেলেছিলাম। আর আমাদের পকেটও একেবারে গড়ের মাঠ ছিল।''

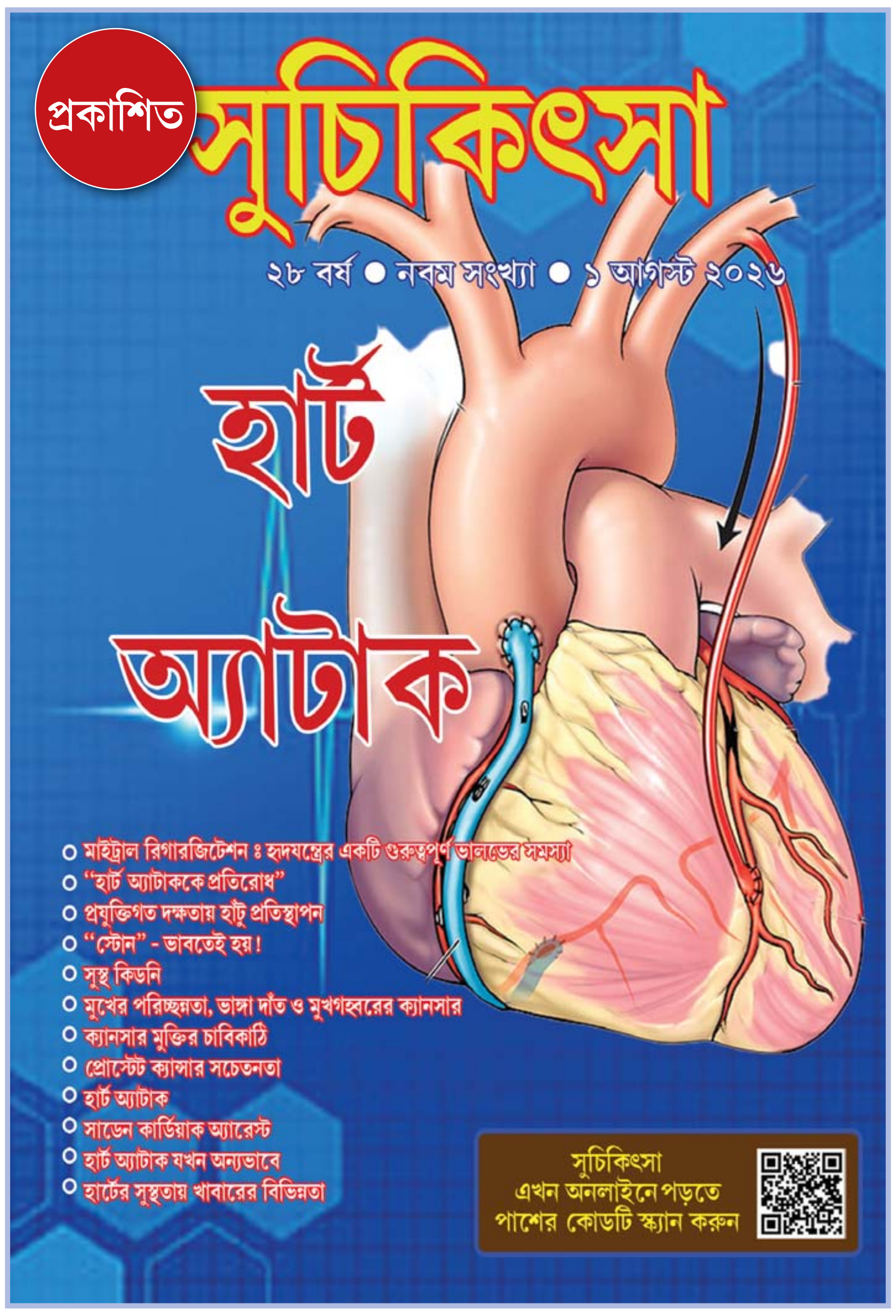

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com